# মনুসংহিতায় বিবাহ

"We must never think that we know better than a long tradition from guru to guru—"

V. Fausböll in Introduction to the second edition of the Sutta-Nipāta, [ Sacred Books of the East, Volume X. ]

অমলকুমার রায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

# মনুসংহিতায় বিবাহ

## মনুসংহিতা শাশ্বত মানবধর্মশাস্ত্র

মনুসংহিতা, মনুস্মৃতি, মানবধর্মশাস্ত্র, মনু, ভার্গবসংহিতা—এই বিভিন্ন নাম একখানিই গ্রন্থবিশেষের পরিচায়ক, শ্লোকে লিখিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, ইহার রচয়িতা মনু নামে পুরুষবিশেষ। এরূপ মনে করার কারণ, গ্রন্থখানির প্রারম্ভে উক্ত আছে যে, মহর্ষিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মনু ধর্ম সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনু কোনও পুরুষবিশেষের নাম নয়; গ্রন্থখানির উপক্রমণিকাত্মক প্রথম অধ্যায়ের শ্লোকগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বলা হইল, মহর্ষিগণ মনুকে অনুরোধ করিলেন, ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য; কিন্তু এই মহর্ষিগণের নাম কোথাও উল্লেখ করা হইল না; প্রকৃত ঘটনা বলার উদ্দেশ্য থাকিলে মহর্ষিগণের নামের উল্লেখ অবশ্য থাকিত। তৎপরে ৩৩-তম শ্লোকে—

> তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
> তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥—

( মনু বলিতেছেন, ) "সেই বিরাট্ পুরুষ তপোবলে আমাকে সৃষ্টি করিলেন, এবং আমিই এই সমস্তের স্রষ্টা।" স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মনু অর্থে প্রথম মানব, মানবের কল্পিত আদিপুরুষ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিয়াও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়—'মনু' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'মানব' শব্দের উৎপত্তি মনে করা হয়, মনু মানবের জনক। এই সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে ৫৮তম শ্লোকের উক্তি—

ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ—

( মনু বলিতেছেন, ) "তিনি এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকেই স্বয়ং শেখান ;" বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মা প্রথম মানব মনুকে এই ধর্মশাস্ত্র শিখাইলেন। অতএব, এইরূপ প্রতীতি হয়, উপক্রমণিকায় একটি রূপকের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র, যাহার তাৎপর্য এই যে গ্রন্থখানি মানবজাতির শাশ্বত সনাতন ধর্মশাস্ত্র।

## ইহার রচয়িতা ভৃগু

ইহার রচয়িতার নাম ৫৯-৬০ তম শ্লোক হইতে জানা যায়—ভৃগু নামে জনৈক ব্যক্তি—

এতদ্ বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ ॥
ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥—

( মনু বলিতেছেন, ) "হে মহর্ষিগণ, এই ভৃগু মুনি আমার নিকট এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি আপনাদিগকে শুনাইবেন" ; তখন ভৃগু ঋষিদিগকে বলিলেন, 'শুনুন'।

## ধর্ম অর্থে আচার, নীতি, আইন

মহর্ষিগণ মনুকে অনুরোধ করিলেন, "ধর্মান্ নো বক্তুমর্হসি" ( মনু ১।২ ) "আমাদিগকে ধর্মসমূহ বলুন", এবং মনুর আদেশক্রমে ভৃগু বলিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাই মনুসংহিতার সূচনা। অতএব

মনুসংহিতার বিষয়বস্তু ধর্ম। এই "ধর্ম" কথাটির অর্থ religion ঈশ্বরতত্ত্ব নয়, ইহার অর্থ আচার, নীতি বা আইন। গ্রন্থখানি আচার, নীতি ও আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ।

## মনুই জ্যেষ্ঠ, মনুই শ্রেষ্ঠ

আচার, নীতি ও আইন বিষয়ে মনুসংহিতা হিন্দুদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ। আচারাদি সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখ করিতে হইলে সকল প্রাচীন গ্রন্থেই মনুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বত্রই বলা হইয়াছে—"মনুরব্রবীৎ", "মনু বলিয়াছেন"। রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীনতম ইতিহাসাত্মক গ্রন্থ এবং ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে আচারাদির প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিয়াছে এবং যেখানেই প্রামাণ্য আচার-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানেই কেবল মনুরই উল্লেখ আছে, অপর কাহারও নাম নাই। রামায়ণে অন্ততঃ একস্থলে ( কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ১৮।৩০ ) এবং মহাভারতে বহুস্থলে মনুর নাম প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়ন ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিতে গিয়া একমাত্র মনুর নাম করিয়াছেন —"প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধন-মধ্যায়ানাং শতসহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ। তস্যৈকদেশিকং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার। বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্। মহাদেবানু-চরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ" ( কামসূত্র ১।১।৫-৮ )। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রেও মনুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। বসিষ্ঠ বলেন—

দেশধর্মজাতিধর্মকুলধর্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ।—

( বসিষ্ঠ ১ম অধ্যায় )

অর্থাৎ, "দেশধর্ম, জাতিধর্ম ও কুলধর্ম সম্পর্কে শ্রুতিতে ( অর্থাৎ বেদে ) কিছু না থাকায়, মনু এগুলি বলিলেন"—মনুই এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

পরাশর বলেন—

> কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
> দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥—
>
> ( পরাশর ১।২৩ )

অর্থাৎ, "সত্যযুগে মানবধর্মশাস্ত্র, ত্রেতাতে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত, কলিতে পরাশর"—মনুই প্রথম।

যাজ্ঞবল্ক্যধর্মশাস্ত্রে কুড়িটি ধর্মশাস্ত্রের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে মনুর নাম প্রথমেই করা হইয়াছে—

> মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
> যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
> পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
> শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥
>
> ( যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪-৫ )।

বৃহস্পতিও মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন—

> বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
> মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥
> তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
> ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে ॥
>
> ( কুল্লুকভট্টকৃত মন্বর্থমুক্তাবলী দ্রষ্টব্য )

অর্বাচীনকালে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অবশ্য মনুর উল্লেখ আছে—অর্থশাস্ত্র ১।৫ দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতার প্রামাণ্যত্বের চরম প্রমাণ জনশ্রুতি। সকল

স্মার্তপণ্ডিতই একবাক্যে বলেন যে, মনুই প্রমাণ, এবং "মনু" বলিতে তাঁহারা আলোচ্য মনুসংহিতা বুঝেন। এই জনশ্রুতি বাজারগুজব নয়, ইহা গুরুশিষ্যপরম্পরাগত উক্তি। প্রাচীনকালে শিক্ষা গুরুমুখী ছিল, এবং গুরু শিষ্যকে শিখাইয়াছেন, "ধর্ম বিষয়ে মনু প্রমাণ, সেই মনুর শ্লোকগুলি বলিতেছি, অভ্যাস কর;" গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কাণে, এবং শিষ্য গুরু হইয়া বসিলে তাঁহার মুখ হইতে তদীয় শিষ্যের কাণে—এই ভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে শ্লোকগুলি গড়াইয়া আসিয়াছে; এ ক্ষেত্রে অপর কোনও মনুর স্থলে ভুলক্রমে বর্তমান মনুসংহিতার জায়গা জুড়িয়া বসা অসম্ভব। যে গ্রন্থ প্রমাণ নয়, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া শিষ্যকে বিভ্রান্ত করণেও কোন গুরুর স্বার্থ থাকিতে পারে না; এবং একজন গুরু নয়, সকল গুরুই এক কথা বলিয়াছেন। অতএব বর্তমান মনুসংহিতা একমাত্র প্রামাণ্য ধর্ম-পুস্তক নয়, সম্ভবতঃ এইরূপ আভাস দিয়া অর্বাচীনকালে রচিত নারদস্মৃতিতে ( বৃহৎ সংস্করণের প্রারম্ভিক গদ্যাংশে ) যে উক্তি আছে, তাহা পূর্বোক্ত জনশ্রুতির মূল্য খর্ব করিতে পারে না। অজ্ঞাত অতীত হইতে এ বিষয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসের ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহা ভুল হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের সকল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতের সাহত স্বীকার করিতে হয়—মনুই জ্যেষ্ঠ, মনুই শ্রেষ্ঠ।

## মনুসংহিতার একাধিক সংস্করণ

মনু জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মনুসংহিতার যে সংস্করণ আমাদিগের নিকট বর্তমানে লভ্য ইহা মূল সংস্করণ নয়। স্থানে স্থানে অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী উক্তি এবং

পুনরুক্তি ইহাতে একাধিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত করে। ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ উক্তির মধ্যে হঠাৎ অসংলগ্ন উক্তির আবির্ভাব—এরূপ কয়েকটি স্থানেই আছে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। দ্বিজের জন্ম হইতে যে সকল করণীয় সংস্কার আছে সেগুলির উল্লেখ করিতে করিতে ৩৬-তম শ্লোকে উপনয়নে আসা গেল; তৎপরে গুরুগৃহে বাসকালে শিষ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ১৬৯-তম শ্লোকে পুনরায় উপনয়নে ফিরিয়া আসা হইল। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরস্পরবিরোধী উক্তিরও একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। শুল্ক লইয়া (আসুর) বিবাহ কোথাও স্বীকৃত হইয়াছে (৩।২৩ ইত্যাদি) এবং কোথাও নিন্দিত হইয়াছে (৩।৫১, ৯।৯৮ ইত্যাদি), নিয়োগ কোথাও নিন্দিত হইয়াছে (৯।৬৪ ইত্যাদি) এবং কোথাও শুধু স্বীকৃত নয় অবশ্য-আচরণীয় বলা হইয়াছে (৯।৫৯, ১৪৬,১৯০ ইত্যাদি), পুত্র কোথাও শুক্রাধিকারীর অর্থাৎ জনকের (৯।৩৫-৪০,১৮১ ইত্যাদি) এবং কোথাও ক্ষেত্রাধিকারীর অর্থাৎ গর্ভধারিণীর পতির (৯।৪১-৫৫), নারীর পত্যন্তরগ্রহণ কোথাও সমর্থিত (৯।৭৬ ইত্যাদি) এবং কোথাও নিন্দিত (৯।৬৫ ইত্যাদি), কোথাও সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগের ব্যবস্থা (৯।১০৪ ইত্যাদি), এবং কোথাও জ্যেষ্ঠপুত্র একমাত্র উত্তরাধিকারী (৯।১০৫ ইত্যাদি), মদ্যপান কোথাও নিষিদ্ধ (১১।৯৪) এবং কোথাও নিষিদ্ধ নয় (৫।৫৬), কোথাও মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ (৫।৪৫-৫৫) এবং কোথাও নির্দোষ (৫।২৬-৪৪,৫৬), ইত্যাদি। এই অন্তর্নিহিত বিরোধের সমাধান পূর্বপক্ষস্থাপনখণ্ডন সূত্র হইতে মেলে না। বিচারমূলক গ্রন্থের একটি পদ্ধতি এই যে, প্রথমে বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তি যে যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন সেই যুক্তি বিশদভাবে ব্যক্ত করা এবং অবশেষে

তাহা খণ্ডন করা ; পূর্বপক্ষ বা বিরোধী মত প্রথমে স্থাপন করিয়া পরে উহার ভুল দেখাইয়া দেওয়া হয়। যে সব গ্রন্থ এই পূর্বপক্ষস্থাপনখণ্ডন-প্রণালীতে লিখিত, সেগুলি পড়িলে কখনও মনে সন্দেহ থাকে না গ্রন্থকারের নিজস্ব মত কি, তিনি কোন্ মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। মনুর পরস্পরবিরোধী উক্তি একেবারেই এ জাতীয় নয় ; এবং সর্বোপরি, মনু বিচারমূলক বা আলোচনামূলক গ্রন্থ নয়, বিধানমূলক গ্রন্থ—ইহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয় নাই, নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি দোষের উদাহরণ মনুর ৯।১৩১ এবং ৯।১৩২, ৯।১৩৩ এবং ৯।১৩৯, ৯।১৬২ এবং ৯।১৯১, ৯।২৭১ এবং ৯।২৭৮ শ্লোকের মধ্যে দেখা যায়। এই সব অসংলগ্নতা, পরস্পরবিরোধ ও পুনরুক্তির একমাত্র কারণ এই যে, বর্তমান মনুসংহিতা প্রথম সংস্করণের মনুসংহিতার অবিকল প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইহার একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, বিভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক বিভিন্ন সময়ে ইহার সংস্কার করিয়াছেন। আদি পুস্তকের কিছু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু নূতন সংযোজিত হইয়াছে, কয়েকটি শ্লোক পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার কারণ, "ধর্ম" বিষয়ে মনুই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া আবহমান কাল হইতে স্বীকৃত হওয়ায় কোনও বিষয়ে সুধীজনমতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুরও তদনুযায়ী পরিবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বে নিয়োগপ্রথা প্রচলিত ছিল ; কিন্তু কালক্রমে যখন জনমতের মুখর অংশ নিয়োগের প্রতি বিরূপ হইল তখন নিয়োগের নিন্দাসূচক শ্লোক সংহিতায় সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। যখন নারীর পত্যন্তরগ্রহণের প্রতি সমাজপতিদিগের বিরাগ জন্মিল তখন পত্যন্তরগ্রহণের সমর্থক মুখ্য শ্লোক ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হইল। এই সমস্ত ছাঁটার ও আঁটার কাজ সব সময়ে সুষ্ঠুভাবে করা হয় নাই, সমগ্র গ্রন্থখানি বিবেচনা করিয়া

সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া করা হয় নাই। ফলে, মনুসংহিতার আকৃতি হইয়াছে বহু পুরাতন অট্টালিকার ন্যায়, যাহার অনেক অংশ ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে, অনেক নূতন অংশ যোজনা করা হইয়াছে, নূতন যোজনারও পুনরায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইয়াছে, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রঙ্ করা হইয়াছে। মনু হইয়াছে বিপর্যস্ত, অসম্বদ্ধ, বিকৃত। কিন্তু এই বিকৃতিই মনুর জ্যেষ্ঠত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের পরম নিদর্শন, ইহার প্রামাণ্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অন্তর্বিরোধ থাকার ফলে কোনও বিষয়ে মনুর বিধান জানিতে হইলে অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, মনুর নিজস্ব মত নির্ণয় করা অসম্ভব হয়; পরস্পরবিরোধী পক্ষ স্বকীয় যুক্তির সমর্থনে অনায়াসে মনুর উপর নির্ভর করিতে পারেন। বিবাহবিধি সংক্রান্ত শ্লোকগুলিতে এই অবস্থা উৎকট ভাবে বিদ্যমান। আমরা প্রথমে মনুর কাল নির্ণয় করিয়া, তৎপরে তৎকালীন রীতিনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ জ্ঞানের সাহায্য লইয়া মনুর প্রথম সংস্করণের মূল রূপ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব।

## মনুর কাল

মনুর কাল সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত। গেয়র্গ্ বীলারের মতে, ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কোনও সময়ে। "This estimate of the age of the Bh*r*igu Sa*m*hitâ, according to which it certainly existed in the second century A. D., and seems to have been composed

between that date and the second century B. C., agrees very closely with the views of Professor Cowell and Mr. Talboys Wheeler. It differs considerably from that lately expressed by Professor Max Müller, who considers our Manu to be later than the fourth century, apparently because a passage quoted from V*ri*ddha Manu, which he takes to be a predecessor of our Sa*m*hitā, mentions the twelve signs of the zodiac. I do not think that it has been proved that every work which enumerates the rā*s*is must be later than the period when Ptolemy's astronomy and astrology were introduced into India. But irrespective of this objection, Professor Max Müller's opinion seems to me untenable, because, according to Professor Jolly's and my own researches, the V*ri*ddha or B*ri*hat Manu, quoted in the digests and commeutaries, is not earlier, but later than Bh*ri*gu's Sa*m*hita" : Sacred Books of the East, Volume xxv, Introduction p. cxvii. ইহার পরে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতও এই মত সমর্থন করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের টেগোর ল লেক্‌চার্ উপলক্ষ্যে সর্বাধিকারী বলেন : "The age of the Code is supposed by some to be the fifth century B. C. The internal evidence it contains, however, makes it probable that the work was composed at least three or four centuries later" : R. Sarvadhikary's

Principles of the Hindu Law of Inheritance (Tagore Law Lectures for 1880), p. 54. জয়স্বাল বলেন: "The Code of Manu is a product of the early days of the Brahmin Empire, circa 150 B. C.": K. P. Jayaswal's Manu and Jājnavalkya (Tagore Law Lectures for 1917), Introduction p. xx. এই জাতীয় মত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, মনু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের রচনা।

উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করা হইয়াছে তথাকথিত আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। প্রকৃতপক্ষে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ মনু তথা অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কালনির্ণয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কারণ, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অন্য বিশেষ প্রমাণ নাই। আমরাও আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপরই নির্ভর করিয়া মনুর অর্বাচীনত্ব সপক্ষে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া উহার অতিপ্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব।

সর্বপ্রথমেই লক্ষণীয় মনুর সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান। তিনি বলিতেছেন—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।<br>
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭<br>
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।<br>
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ১৮<br>
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।<br>
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মবর্তাদনন্তরঃ ॥ ১৯<br>
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।<br>
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ ২০

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২১
আ সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদা সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২২
[ কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ॥* ২৩ ]
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্ষিতঃ ॥ ২৪—
( মনু ২।১৭-২৪ )

অর্থাৎ, "সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্তী দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত ; সেই দেশে সান্তরাল বর্ণসমূহের মধ্যে যে আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহাকে সদাচার বলে। ব্রহ্মাবর্তের সন্নিহিত ব্রহ্মর্ষি দেশ—ইহার মধ্যে আছে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনক ; এই দেশে জাত অগ্রজন্মার অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সকল মানব চরিত্র শিক্ষা করিবে। ( উত্তরে ) হিমালয় ও ( দক্ষিণে ) বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে বিনশনের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ তাহাকে মধ্যদেশ বলা হয়। ( উত্তরে দক্ষিণে ) উক্ত পর্বতদ্বয়ের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যবর্তী যে দেশ তাহাকে পণ্ডিতগণ আর্যাবর্ত বলেন। [ যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, তাহা যজ্ঞিয় দেশ, তদ্ভিন্ন অন্য দেশ ম্লেচ্ছদেশ*। ] দ্বিজাতিগণ এই দেশগুলিতে

* ২৩নং শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয় ; ২৪নং শ্লোক ২২নং শ্লোকের পরে বসাইলে অর্থ সহজেই বোধগম্য হয় ; কিন্তু ২৩নং শ্লোক থাকার ফলে ২৪নং শ্লোকের অর্থ টানিয়া করিতে হয়, নতুবা ২৩নং শ্লোকের 'যজ্ঞিয় দেশ' ও 'ম্লেচ্ছ দেশ' এইরূপ বিভাগের কোনও তাৎপর্যই থাকে না।

যত্নসহকারে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; শূদ্রগণ বৃত্তি অর্জনের নিমিত্ত যে কোনও দেশে বাস করিতে পারে।"

প্রথমেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটি নদীর নামের উল্লেখ আছে। সীমারেখারূপে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উল্লেখ গ্রন্থখানির অতি-প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঋগ্বেদে এই দুইটি নদীর উল্লেখ আছে—দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপযাযাং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ( ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।২৩।৪ ), কিন্তু বহুকাল হইল সীমারেখারূপে উহাদিগের মূল্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তদুপরি, লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীকে দেবনদী বলা হইল অথচ গঙ্গানদীর নামমাত্র নাই; অতএব গঙ্গা তখনও ত্রিভুবন-তারিণী বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। তৎপরে, কয়েকটি দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন। বারাণসী বা মগধের উল্লেখ নাই, নৈমিষারণ্যেরও উল্লেখ নাই, বঙ্গের কথা তো দূরে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, এমন কি আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযানের কালে, লিখিত যে কোনও "ধর্ম"শাস্ত্রে দেশের তালিকা দিতে বসিয়া মগধের অনুল্লেখ অসম্ভব; সে যুগে মগধই রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। মহাভারতের যুগে রচিত গ্রন্থেও দেশের নির্ঘণ্ট দিতে গেলে মগধের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। তদুপরি লক্ষণীয় বারাণসীর অনুল্লেখ। বারাণসী বহু প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্রস্থল। জাতকগুলির আখ্যানভূমি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বারাণসী। প্রয়াগ পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া বারাণসীর উল্লেখ না করার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? জম্বুদ্বীপ—যে নামে ভারতবর্ষ পূর্বে খ্যাত ছিল—, কিংবা ভারতবর্ষ—যে নাম মহাভারতের যুগে প্রচলিত ছিল—এই দুইটি নামের একটিরও উল্লেখ নাই; উল্লেখ করা হইল পৃথিবীর। আর্যাবর্তের সীমানা বলিতে গিয়া বিরাট্ অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া

হইয়াছে, বলা হইয়াছে, আর্যাবর্তের পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র। বর্তমান কালে বিন্ধ্যের উত্তরভাগে পূর্বসীমানায় সমুদ্রে পৌঁছাইতে গেলে ব্রহ্মদেশও পার হইয়া যাইতে হয়; সুতরাং মনে হয়, বর্তমান কালে যেখানে দক্ষিণ বিহার ও দক্ষিণ বঙ্গ মনুর কালে সে স্থানে সমুদ্র ছিল, অথবা বিহার ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই গ্রন্থকারের তথা আর্যদিগের ছিল না। দাক্ষিণাত্যের অনুল্লেখ হইতে মনে হয়, সে সময়ে আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করে নাই। মনুর মতে, সেই অনুল্লিখিত দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই মতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় যদি স্মরণ রাখা যায় যে, গৌতম, বৌধায়ন ও আপস্তম্বের ধর্মসূত্রের রচনাস্থান দাক্ষিণাত্য বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে—"As regards the place of the composition of the Dharmasūtras, it appears that they are South Indian works with the exception of the Sūtras ascribed to Vasish*th*a and Vish*n*u, which were most probably written in the country north of the Narmadā"—Outlines of an History of the Hindu Law of Partition, Inheritance and Adoption (Tagore Law Lectures for 1883) by J. Jolly, p. 38—এবং এই ধর্মসূত্রগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"The date of none of the Dharmasūtras can be fixed by direct historical evidence, but their remote antiquity is sufficiently proved by the fact that they belong to the Vedic period of Sanskrit literature," (Id. pp. 36-37) অর্থাৎ, "ধর্মসূত্রগুলির কোনটিরই কাল প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়া নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু এগুলি যে সংস্কৃত

সাহিত্যের বৈদিক পর্বের অন্তর্গত এই তথ্য হইতেই উহাদের অতি-প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।" মনুর ভৌগোলিক জ্ঞানের সহিত মহাভারত রচয়িতার ভৌগোলিক জ্ঞান তুলনা করিলে ( ভীষ্ম পর্বের নবম অধ্যায়* দ্রষ্টব্য ) মনুর জ্ঞানের স্বল্পতা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। বাস্তবিক, কেবল বেদ ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এত সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক জ্ঞানের এত স্পষ্ট নিদর্শন নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, মনুর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কালে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র বর্তমান দক্ষিণ পাঞ্জাব ও উহার সন্নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়, মনুতে যজ্ঞের উল্লেখ, পূজার অনুল্লেখ। এ বিষয়ে মনুর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। গৃহী কি কি কর্ম করিবে সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে, পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ আছে ( ৩।৬৭ ; ৪।২১ ) ( যেরূপ শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে আছে—১১।৫।৬।১-৩ ) কিন্তু পূজার উল্লেখ কুত্রাপি নাই, মন্দিরের উল্লেখ নাই। সমগ্র মনুসংহিতায় মাত্র এক স্থানে প্রতিমার উল্লেখ আছে—৯।২৮৫ শ্লোকে ; এটি স্পষ্টতঃই কোনও পরবর্তীকালে গুঁজিয়া দেওয়া মনে হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের সহিত এ বিষয়ে মনুর তুলনা করিলে ( বৌধায়ন ২।৫।৯।৬-১০ ) মনুর অতিপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব—এটি আছে মনুর প্রথম অধ্যায়ে। ইহাতে উপনিষদের প্রতিধ্বনি আছে, বৈষ্ণবযুগের আভাস মাত্র নাই।

চতুর্থতঃ, মনুতে বেদ হিসাবে ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রয়ীর উল্লেখ

* মহাভারতের অধ্যায় বা শ্লোক সংখ্যা সর্বত্র বর্ধমান রাজসংস্করণ অনুযায়ী লেখা হইয়াছে।

আছে, কোথাও অথর্ববেদ নামে চতুর্থ বেদের উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে মনু ১।২৩, ২।৭৬, ২।৭৭, ৩।১, ৪।১২৩-১২৫, ৭।৪৩, ১১।২৬৩-২৬৫, ১২।১১১-১১২ দ্রষ্টব্য। ১১।৩৩ শ্লোকে অথর্বাঙ্গিরসের উল্লেখ একবার মাত্র আছে; এই শ্লোকটি যদি প্রক্ষিপ্ত নাও হয়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অথর্ববেদ নামে চতুর্থ বেদের স্বীকৃতি হয় না।

মনুতে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা নিষ্কের উল্লেখ আছে, দীনারের উল্লেখ নাই।

সর্বশেষে লক্ষণীয়, মনুতে আইনগত বিধান বিস্তৃতি লাভ করে নাই, অধিকাংশ স্থলেই কেবল অতিমৌলিক উপাদান বা অঙ্কুর মাত্র আছে—বীলার যাহাকে বলিয়াছেন "the rudimentary state of the legal theories" ( in Sacred Books of the East. Vol. xxv. Introduction, p. cxviii )। এ বিষয়ে মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে বুঝা যায়, মনু কৌটিল্যের বহু শতাব্দী পূর্বের রচনা না হইয়া পারে না।

## মনুসংহিতা ও মহাভারত

মনুর সহিত মহাভারতের তুলনা করিলেও মনুর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত একখানি ইতিহাস। ইহাতে নরনারীর কথোপকথন উপলক্ষ্যে "ধর্ম" অর্থাৎ আচার নীতি বা আইন সম্পর্কে কথা বলিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই এই জাতীয় উক্তি—"ইহাই 'ধর্ম' বা নীতি সঙ্গত—ইহা মনু বলিয়াছেন;" এবং দুই এক স্থলে ঐ উদ্ধৃত উক্তিটি প্রকৃতই মনুসংহিতায় রহিয়াছে।

আমরা এই জাতীয় দুই একটি অংশের উল্লেখ করিতেছি। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিকট বিভিন্ন প্রকার বিবাহের কথা বলিতে গিয়া মনুর নাম করিতেছেন—"তেষাং ধর্মান্ যথাপূর্বং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ" (মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৩।৯), "এই সকল বিভিন্ন প্রকার বিবাহের রীতিসম্পর্কে স্বায়ম্ভুব মনু সকল কথা বলিয়াছেন ;" এবং এই উপলক্ষ্যে দুষ্মন্ত মনুসংহিতার শ্লোক প্রায় কথায় কথায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ॥
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ। (৭৩।৮,৯)

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২১-তম শ্লোক অবিকল এই, কেবল সেখানে "স্মৃতঃ" শব্দের স্থলে "অধমঃ" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতের একজন পাত্র যদি মনুকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া বর্তমান মনুসংহিতার একটি শ্লোক কথায় কথায় উদ্ধৃত করেন, তাহা হইলে তিনি "মনু" বলিতে বর্তমান মনুসংহিতারই উল্লেখ করিতেছেন এইরূপ মনে হয়। অন্য এক স্থলে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "মনু 'ধর্ম' সম্বন্ধে দুইটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার করা উচিত, মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা, ধর্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্তুমর্হসি" (শান্তিপর্ব, ৫৬।২৩) এবং এই কথা বলিয়া যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন তাহাদিগের একটি অবিকল মনুসংহিতার ৯।৩২১ শ্লোক ও অপরটি ৯।৩২২ শ্লোকের কতকটা ভাবার্থ। অন্যত্র ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী বিবাহ করিলে কেবল ব্রাহ্মণী পত্নীই তাঁহার শরীরচর্যা বিষয়ে অধিকারিণী এবং যে ব্রাহ্মণ এই নীতি অনুসরণ না করে সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এতৎসঙ্গে নজির উল্লেখ করিলেন মনুর শাস্ত্র—

মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যচ্চাপি কুরুনন্দন।
তত্রাপ্যেষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্মঃ সনাতনঃ॥
(অনুশাসন পর্ব ৪৭।৩৫);

এবং আমরা দেখি যে প্রকৃতপক্ষে মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৮৫ হইতে ৮৭ তম শ্লোকে এই জাতীয় উক্তিই আছে—"যথা ব্রাহ্মণচণ্ডালঃ পূর্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ" (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ৪৭।৩৬ ও মনু ৯।৮৭)। বনবাসকালে কথোপকথন উপলক্ষ্যে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"অশ্রৌষীস্ত্বং রাজধর্মান্ যথা বৈ মনুরব্রবীৎ" (বনপর্ব ৩৫।২১), "মনু যে রাজধর্মের কথা বলিয়াছেন তাহা আপনি জানেন"; এবং দেখা যায় যে ভীমকর্তৃক বর্ণিত রাজধর্ম মনুসংহিতায় বর্ণিত রাজধর্মের অনুরূপ।

পুনরায়, অনেক স্থলে মনুর নাম উল্লেখ না করিয়া মনুসংহিতার শ্লোক অবিকল কথায় কথায় বা প্রায় কথায় কথায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—মনু ২।৯৪ ও মহাভারত আদিপর্ব ৭৫।৫০, মনু ২।১২০ ও মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৩৮।১, মনু ৩।৫৬-৫৭ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৬।৫-৬, মনু ৩।১০১ ও মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৩৬।৩৪, মনু ৭।২১৩ ও মহাভারত আদিপর্ব ১৫৮।২৭, মনু ৯।১৩০ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৫।১১, মনু ২।১৫৭ ও মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৬।৪৬, মনু ২।২১৩ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৮।৩৮, মনু ২।২১৪ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৮।৩৭, মনু ৩।৫৩ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৫।২০, মনু ৩।৫৫ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৬।৩, মনু ৩।৬১ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৬।৪, মনু ৩।১১৮ ও মহাভারত ভীষ্ম পর্ব ২৭।১৩, মনু ৮।৪১৬ ও মহাভারত আদিপর্ব ৮২।২২। আংশিক মিল বহুস্থানেই আছে—মনু ২।১৫৮ ও মহাভারত শান্তি পর্ব ৩৬।৪৭, মনু ২।২৩৮-২৩৯ ও মহাভারত শান্তি পর্ব ১৬৫।৩১-৩২, মনু ৩।১১ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৪।১৫,

২

মনু ৮।২২৭ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৪।৫৫, মনু ৮।৩৫১ ও মহাভারত শান্তি পর্ব ৩৪ ১৯, মনু ৯।৪ ও মহাভারত বনপর্ব ২৯২।৩৫, মনু ৯।৮ ও মহাভারত আদি পর্ব ৭৪।৩৭, মনু ৯।১৪ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৩৮।১৭, মনু ৯।৯০ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৪।১৬, মনু ৯।১৩১-১৩৩ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৫।১২-১৩, ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া এ অনুমান কি অসঙ্গত যে মহাভারতের পাত্রপাত্রী আমাদিগের মনুসংহিতারই উল্লেখ করিতেছেন —বিশেষতঃ যে স্থানে মনুর রচিত বলিয়া খ্যাত অপর কোনও প্রাচীন "ধর্ম" গ্রন্থ আমাদের জানা নাই, মনুর রচিত অপর কোনও "ধর্ম" গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুশিষ্যপরম্পরাগত কোনও জনশ্রুতি নাই? একথা অবশ্য ঠিক যে, দুই এক স্থলে মহাভারতে মনুর উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা বর্তমান মনুসংহিতায় নাই। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান এই যে, মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণের কিছু জিনিস ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণ হওয়ার ফলে বর্তমান রূপের ও আদিরূপের মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। "ধর্ম" সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থাকিলে সে গ্রন্থ অদ্যাপি বাঁচিয়া না থাকিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

অবশ্য এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মনুর ন্যায় মহাভারতেরও একাধিক সংস্করণ হইয়াছে এবং মহাভারতের বর্তমান রূপ (তন্মধ্যেও পাঠান্তর আছে) প্রথম সংস্করণ হইতে কিছু ভিন্ন। তথাপি যে অংশগুলি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সব স্থলে প্রক্ষিপ্ত জিনিস আসার সম্ভাবনা অল্প। বিভিন্ন সংস্করণ হওয়ার কালে মনু ও

মহাভারতের মধ্যে আরও আদান প্রদান হইয়াছে এবং বর্তমান মনু মহাভারতের নিকট কিছু ঋণী হইতেও পারে।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুর প্রথম সংস্করণ মহাভারতের প্রথম সংস্করণের পূর্বে রচিত। মহাভারতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কাল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে বলা হইয়াছে ; ইহা হউক বা না হউক, বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে মহাভারত যে প্রথম প্রকাশিত হয় ইহা সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং মনুসংহিতার প্রথম প্রকাশের কাল বুদ্ধের জন্মের পূর্বে সুদূর অতীতের অন্ধকারে।

উপরি লিখিত আলোচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মনুর কাল নির্ণয় করা হইল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সে পথ অবলম্বন করেন নাই, তাঁহারা মনুর অন্তর্নিহিত অর্বাচীনত্বের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কালবিচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান লক্ষণের আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, বর্তমান মনুতে "স্মৃতি"শাস্ত্রের উল্লেখ আছে—"স্মৃতি" অর্থে "ধর্ম" বা আচার, নীতি, আইন, বিষয়ক গ্রন্থ—সুতরাং মনুতে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তখন মনুর সময়ে অন্য স্মৃতিগ্রন্থ প্রচলিত ছিল এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। মনুর ২।৯,১০,১২,১৪, ১২।৯৫ ইত্যাদি শ্লোকে এই ভাবে "স্মৃতি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই জাতীয় শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তী যুগে ভিন্ন রচয়িতা কর্তৃক সংযোজিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে মনু "ধর্ম"সংক্রান্ত বিধিগুলি বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই বলিলেন,—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত ॥—

"যে ধর্ম বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অনুসরণ করেন, যাহা আসক্তি বা বিদ্বেষ বুদ্ধিশূন্য সাধুগণ হৃদয়ে অনুভব করেন, সেই ধর্ম কি তাহা শ্রবণ করুন।" ইহার পরে ৬ষ্ঠ শ্লোকে (২-৫ নং শ্লোক অবান্তর এবং সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত) বলিতেছেন—

বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

"ধর্মের মূল হইতেছে বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল এবং সাধুদিগের আচার ও আত্মতুষ্টি।" প্রথম শ্লোকে যে কথা বলা হইয়াছে ৬ষ্ঠ শ্লোকে সেই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। "ধর্ম" কিরূপ বা কোথায় পাওয়া যাইবে এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে, প্রথমতঃ, ইহা পাওয়া যাইবে বেদে, দ্বিতীয়তঃ, বেদবিদ্‌গণ যাহা "ধর্ম" বলিয়া মনে রাখিয়াছেন ও যেরূপ আচরণ করেন তাহা ধর্ম, তৃতীয়তঃ, সাধুগণ যেরূপ আচরণ করেন ও তাঁহাদের বিবেক যাহা ধর্ম বলিয়া মনে করে তাহাও ধর্ম। এই স্থানে "স্মৃতি" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ, বেদবিদ্‌গণ যাহা ধর্ম বলিয়া শুনিয়াছেন বা মনে রাখিয়াছেন; বীলার্ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, tradition। ইহার পরে যখন ৯ম শ্লোকে পড়া যায়—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥—

"শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত ধর্ম আচরণ করিয়া মানব ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে পরম সুখ পায়," তখন চিন্তাস্রোতে হঠাৎ ধাক্কা লাগে,

স্মৃতিতে আবার কথিত হইবে কি? তৎপরবর্তী শ্লোকে স্মৃতি শব্দটির (তথা শ্রুতি শব্দের) সংজ্ঞা দেওয়া হইল—

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ—

"শ্রুতি অর্থে বেদ এবং স্মৃতি অর্থে ধর্মশাস্ত্র বুঝা যায়।" যদি মনু এইরূপ স্পষ্ট সংজ্ঞা বিশিষ্ট স্মৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে ৬ষ্ঠ শ্লোকে "স্মৃতিশীল" ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিবার অর্থ কি? ১২শ শ্লোকে এই বিরোধটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে—১২শ শ্লোক ইঙ্গ-ভারতীয় আদালতে প্রসিদ্ধ শ্লোক—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।<br>
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥—

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং স্বকীয় প্রিয়, এই চারিটি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ।" এই ১২শ শ্লোকের রচয়িতা ও পূর্বোক্ত ৬ষ্ঠ শ্লোকের রচয়িতা এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব। ১২শ শ্লোকের রচয়িতা ৬ষ্ঠ শ্লোকের উক্তিটিকে ঢালিয়া সাজিতে গিয়া প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। ৬ষ্ঠ শ্লোকের "সাধূনাম্ আত্মনস্তুষ্টিঃ" কথাটি ১২শ শ্লোকের রচয়িতার হাতে গিয়া হইল "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ," ৬ষ্ঠ শ্লোকের "তদ্বিদাম্ স্মৃতিশীলে"র অন্তর্গত স্মৃতি কথাটি ১২শ শ্লোকের রচয়িতার হাতে বিচ্ছিন্ন "স্মৃতিঃ" রূপ পরিগ্রহ করিল। "সাধূনাম্ আত্মনস্তুষ্টিঃ" সাধুদিগের মনের তৃপ্তিকর যে আচরণ, সাধুদিগের বিবেকসম্মত যে আচরণ, তাহার কতকটা নির্দিষ্ট রূপ আছে; কিন্তু "আত্মনঃ স্বস্য প্রিয়ম্," যাহার যাহার নিজের কাছে যাহা প্রিয় বা বিবেক-সম্মত, তাহার নির্দিষ্ট রূপ নাই, এবং ইহা ধর্মও হইতে পারে না—চোরের কাছে চুরি করা, মদ্যপের কাছে মদ্যপান, ব্যভিচারীর কাছে ব্যভিচার, প্রিয় বা বিবেকসম্মত হইতে পারে। ১২শ শ্লোকের রচয়িতা ৬ষ্ঠ শ্লোকের রচয়িতার ন্যায় সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া রচনা

করেন নাই। আমাদের মতে, পূর্বোক্ত ৯ম, ১০ম ও ১২শ শ্লোক এবং অন্যান্য যে কয়টি শ্লোকে "স্মৃতি" কথাটি "স্মৃতিশাস্ত্র" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। মনুর পূর্বালোচিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের স্মৃতি কথাটির যে তাৎপর্য তাহা হইতেই কালক্রমে ঐ কথাটি traditional law অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এবং, আরও পরবর্তী কালে, যে গ্রন্থে traditional law নিবদ্ধ সেই গ্রন্থ নির্দেশ করিবার জন্যও কথাটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইভাবে "স্মৃতি" অর্থে স্মৃতিশাস্ত্র বা স্মৃতিগ্রন্থ বুঝাইবার সূত্রপাত হয়। উক্ত ২।৬ শ্লোকে ধর্মের মূল হিসাবে "ধর্মশাস্ত্র" কথাটির অনুল্লেখও লক্ষণীয়; মনু ৩।২৩২—যাহাতে "ধর্মশাস্ত্র" কথাটি আছে—প্রক্ষিপ্ত।

মনুর অর্বাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ ১০ম অধ্যায়ের ৪৪ তম শ্লোক প্রায়শঃ উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। শ্লোকটি এই—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ* কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ† কিরাতা দরদাঃ খশাঃ‡ ॥

ইহাতে অন্যান্যের মধ্যে কাম্বোজ, যবন, শক ও পহ্লব জাতির উল্লেখ আছে। স্পষ্টতঃই এই জাতিগুলির সহিত রচয়িতার পরিচয় ছিল। এই সম্পর্কে বীলার্ বলেন—

"As the Yavanas are named together with the Kāmbogas or Kābulis exactly in the same manner as in the edicts of Asoka, it is highly probable that Greek subjects of Alexander's successors, and especially the

* পুণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

† পহ্লবাশ্চীনাঃ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

‡ দরদাস্তথা ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

Bactrian Greeks, are meant. This point, as well as the mention of the *Sakas* or Scythians, would indicate that the *slokas* could in no case have been written before the third century B. C. * * But the mere mention of the Pahlavas would show that Maṇu's verse cannot have been composed before the beginning of the first century B. C. * * I have * * not the courage to reduce the terminus a quo by more than a hundred years on the strength of this single word. * * I think it safer to rely more on the mention of the Yavanas Kambo*g*as, and *S*akas, and to fil the remoter limit of the work about the beginning of the second century A. D. ( B. C. ? ) or somewhat earlier" : Sacred Books of the East, Vol. XXV, Introduction, pp, cxiv-cxvii—

অর্থাৎ, "কাম্বোজ বা কাবুলিদের সহিত যবনদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে যে ভাবে অশোকের অনুশাসনে আছে ; অতএব ইহা খুব সম্ভব যে, যবন কথাটি দ্বারা আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী রাজাদের গ্রীক্ প্রজা বুঝানো হইতেছে, বিশেষতঃ, ব্যাকৃট্রিয় গ্রীক্ প্রজা। এই বিষয়টি, এবং তদুপরি শক বা সাইথিয়ান্‌দের উল্লেখ, নির্দেশ করে যে, শ্লোকগুলি* খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইতে পারে না।* * কিন্তু পহ্লবদের উল্লেখ মাত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মনুর শ্লোকটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্বে রচিত হইতে পারে না।* * এই একটি কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীনত্ব একশত বৎসরেরও অধিক কমাইয়া দিবার সাহস আমার নাই।* * আমি যবন, কাম্বোজ ও শকদের উল্লেখের উপরই অধিক নির্ভর করিয়া

* ৪৪ তম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ৪৩ তম শ্লোক।

গ্রন্থখানির চরম প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টোত্তর ( খ্রীষ্টপূর্ব ? ) দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া স্থির করা নিরাপদ্ মনে করি।"

এই মত অন্য কয়েক জন পণ্ডিত অনুসরণ করিয়াছেন। "Its earliest date cannot go beyond the time of the Parthians who along with the Paun*d*ras, Cho*d*as, Yavanas, *S*akas and others are described in the Code ( X 43-44 )."—op. cit. : by K. P. Jayaswal p. 26.

এই মত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। শুধু এই শ্লোকটি কেন, দশম অধ্যায়ের বহু শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এই—

এষোঽনাপদি বর্ণানামুক্তঃ কর্মবিধিঃ শুভঃ।
আপদ্যপি হি যস্তেষাং ক্রমশস্তন্নিবোধত॥ ৯।৩৩৬

অর্থাৎ, "চারিবর্ণের অনাপৎকালে ( সাধারণ বা normal অবস্থায় ) মঙ্গলজনক কর্মবিধি এই বলা হইল। আপৎ কালে ( অস্বাভাবিক বা abnormal অবস্থায় ) উহাদের কর্মবিধি যেরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।" সুতরাং দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা আপৎকালীন কর্মবিধি পাইতে আশা করি। কিন্তু তৎপরিবর্তে, কিছু প্রারম্ভিক উক্তির পরে—৪র্থ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলার পরে যে মাত্র চারিটি বর্ণ আছে আর নাই—৮ম শ্লোক হইতে বিভিন্ন জাতির বিরাট্ তালিকা সুরু হইয়া গেল। এই তালিকার রেশ ৭৩তম শ্লোক পর্যন্ত চলিল। ৭৪তম শ্লোক হইতে ৮০তম শ্লোক পর্যন্ত চারি বর্ণের অনাপৎকালীন ধর্ম বলা হইল; ইহার পরে ৮১তম শ্লোক হইতে আমরা ১০ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য চারিবর্ণের আপদ্ধর্ম সম্পর্কে উক্তির সূত্রপাত দেখি। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ কেবল চারি বর্ণের

আপদ্ধর্ম সম্পর্কে এবং শেষ দুই শ্লোকের তাৎপর্য—"চারিবর্ণের আপদ্ধর্ম বলা হইল, অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত বিধান বলিতেছি।" দশম অধ্যায়ের এই জাতির তালিকাটি অপ্রাসঙ্গিক এবং পরবর্তীকালে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম অধ্যায় বাদ দিলে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন অপর কাহারও সম্পর্কে কোনও বিধিনিষেধ নাই। সামান্য উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, ১১শ অধ্যায়ের ১২৭ হইতে ১৩১ তম শ্লোকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বধে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কাম্বোজ বা শক বা যবন বধে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহার উল্লেখ নাই। যদি ঐ সমস্ত জাতি সম্পর্কে কোনও বিধিই না থাকিল, ( দশম অধ্যায়ের ৪৬ হইতে ৫৬ তম শ্লোকের কর্মতালিকাটি অযথাস্থানে গুঁজিয়া দেওয়া ), তাহা হইলে কেবল উহাদিগের একটি প্রকাণ্ড তালিকা দেওয়ার সার্থকতা কি ? এ প্রশ্নের একমাত্র সঙ্গত উত্তর এই যে, জাতির তালিকা মনুর প্রথম সংস্করণে ছিল না, উহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ফল কথা এই যে, কালনির্ণয় করিতে বসিয়া যিনি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে সংযোজিত শ্লোকগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন, তিনি অনায়াসেই মনুসংহিতার অর্বাচীনত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন। আমাদের মতে এ পদ্ধতি সঙ্গত নয়। যেখানে স্পষ্টতঃই বিভিন্ন কালের রচনা রহিয়াছে, সেখানে মূল সংস্করণের কাল নির্ণয় করিতে হইলে প্রাচীনতম লক্ষণগুলিই লক্ষ্য করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্লোকাত্মক মনুর পূর্বাধিকারী একটি সূত্রাত্মক মনু ছিল, সেই সূত্রাত্মক মনুকে অনুসরণ করিয়াই শ্লোকাত্মক মনু রচিত

হইয়াছে। এই মতবাদের প্রথম সূত্রপাত করেন মাক্‌স্ মীলার্। তিনি বলেন—"What I consider to be the sources of the Mānava-dharma-Sāstra, the so-called Laws of Manu, are the Sutras: ( Letter to Lord Morley printed in the Sacred Books of the East, Vol. II. p. ix f. n. )। এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই, এ মতের সমর্থনে কোনও জনশ্রুতিও নাই।

## মানবধর্ম

পূর্বলিখিত আলোচনায় মনুর কাল বিষয়ে আমরা যে আলোক পাইলাম সেই আলোকের সম্পাতে মনুর মূল রূপ সম্পর্কে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মনু ধর্ম অর্থাৎ আচার নীতি বা আইন সম্বন্ধে বিধিনিষেধের গ্রন্থ। বর্তমানকালে নীতি ethics এবং আইন law সম্পূর্ণ পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে নীতি ও আইনের মধ্যে চুলচেরা ভাগ করা হইত না, উভয়ই সদাচারের অন্তর্গত মনে করা হইত এবং সেইজন্য একই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইত।

## ধর্মাৎ পরং নাস্তি

মনুর যুগে রাজকৃত ধর্মের ( king-made law ) বা বিধানসভাকৃত ধর্মের ( legislature-made law ) প্রশ্ন ছিল না—ধর্ম ছিল শাশ্বত সনাতন সদাচার ( মনু ১।১০৭ ; ৮।৮ ), যে আচার বেদবিদ্‌গণ

সাধুগণ অনুসরণ করিতেন, যে আচার সজ্জনোচিত বলিয়া তাঁহারা শুনিয়া আসিতেছিলেন, যে আচার সাধুগণের বিবেকসম্মত ( ২।১,৬ ; ৮।৪১ )। এই ধর্ম ভাঙিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল না—ধর্ম রাজার উর্ধ্বে, রাজা এই শাশ্বত ধর্ম অনুসরণ করিতে বাধ্য (মনু ৮।৮ ; ৭।২৮) ; মনুতে রাজস্বৈরাচার বা royal absolutismএর কোনও অবকাশ নাই। বৈদিক যুগেও এই ভাবই বিদ্যমান ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ ধর্মস্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্তি ( ১।৪।১৪ ) অর্থাৎ, "তিনি কল্যাণকর ধর্ম সৃষ্টি করলেন, ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয় এই যে ধর্ম ইহা অপেক্ষা শ্রেয়ান্ কিছু নাই"। সে যুগে গণতন্ত্র ছিল না, ছিল রাজতন্ত্র ; এবং এইজন্য রাষ্ট্রের শাসনশক্তির বা executive power এর প্রতীক রাজার প্রতি আনুগত্যের জন্য প্রজাগণকে বিশেষ নির্দেশও মনুতে দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে মনুর সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিন্তু এ নির্দেশ দেওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার ক্ষমতা রাজাকে দেওয়া হইল। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, রাজাকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া কেহ যেন তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন না করে ; কারণ, এরূপ আদেশলঙ্ঘনের অর্থ হইবে রাষ্ট্রের শাসনশক্তিকে তাচ্ছিল্য করা, ফলে, সর্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, "অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ" ( মনু ৭।৩ )। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" (মনু ৭।৮), "রাজা নররূপী দেবতা" বলিয়া রাজার যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার অর্থ তাহাই। মনুতে ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় theory of the divine right of kings-এর ( রাজাধিকার ভগবদ্দত্ত এই মতবাদের ) চিহ্নমাত্র নাই।

অবশ্য, একজন ভারতীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"The Hindu theory of kingship * * had been from the earliest times that the king is a servant of the people, that his title rests on a contract between him and the subjects, he agreeing to protect them and to secure to them prosperity and to receive in return taxs as wages of government. Sumati for the first time introduced a new theory. He said that the king was a deity made by the gods. This was a divine theory of kingship with the right of perfect arbitrariness. This was opposed to all traditions, vedic rituals of kingship and coronation" ( K. P. Jayaswal's op. cit. pp. 96-97 ), অর্থাৎ "রাজতন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দু মতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ ছিল যে, রাজা প্রজার ভৃত্য, রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে একটি চুক্তির উপরে রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত—রাজা করিবেন প্রজাদিগকে রক্ষা ও তাহাদিগের মঙ্গল বিধান এবং তৎপরিবর্তে শাসনের বেতন হিসাবে পাইবেন কর। সুমতি* সর্বপ্রথম একটি নূতন মতবাদের প্রবর্তন করিলেন। তিনি বলিলেন, রাজা দেবতা, দেবগণ কর্তৃক নির্মিত। ইহা রাজাধিকার সম্বন্ধে দৈব মতবাদ, ইহাতে রাজার স্বেচ্ছাচার করিবার অধিকার সমর্থিত হয়। ইহা প্রচলিত মতবাদ ও রাজাভিষেক সংক্রান্ত বৈদিক ক্রিয়ার বিরোধী।" আমরা একাধিক কারণে এই উক্তির সহিত একমত নহি। রাজার সহিত প্রজাদের কোনও চুক্তির আভাসমাত্রও বৈদিক রাজাভিষেক ক্রিয়াতে নাই,

* নারদস্মৃতির বৃহৎ সংস্করণের প্রারম্ভিক গদ্যাংশে উল্লিখিত সুমতি ভার্গব নামক ব্যক্তি মনুসংহিতার রচয়িতা, ইহাই জয়সবালের মত। Institutes of Nārada by J. Jolly পৃষ্ঠা ২ দ্রষ্টব্য।

কোনও শপথও ( coronation oath ) রাজাকে গ্রহণ করিতে হইত না—শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।৩।৩-৪ দ্রষ্টব্য ; এবং রাজা অদণ্ড্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেন—শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।৪।৪।৭। অপর পক্ষে, বেদে করগ্রাহী রাজার প্রজার প্রতি কর্তব্যের উল্লেখ আছে, যে কর্তব্য না করিলে পাপ হয়—এবং এইভাব মনুতেও আছে—মনু ৮।৩০৪-৩০৯ দ্রষ্টব্য। সুতরাং রাজধর্ম সম্পর্কে বৈদিক ভাবের সহিত মনুর ভাবের কোনও পার্থক্য আছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

## প্রাচীন বিবাহের রূপ

শাশ্বত সনাতন ধর্মের একটি প্রধান অংশ ছিল বিবাহ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ। প্রাচীনকালে বিবাহ সম্পর্কে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা আমরা কুন্তীর নিকট পাণ্ডুর উক্তি হইতে বুঝিতে পারি। পাণ্ডু বলিতেছেন—

অথ ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্মতত্ত্বং নিবোধ মে।
পুরাণম্ ঋষিভির্দৃষ্টং ধর্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥
অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্মোঽভূদ্ বরারোহে স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ॥
তঞ্চৈব ধর্মং পৌরাণং তির্য্যগ্‌যোনিগতাঃ প্রজাঃ।
অদ্যাপ্যনুবিধীয়ন্তে কামক্রোধবিবর্জিতাঃ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে॥

স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।
অস্মিংস্তু লোকে ন চিরান্মর্যাদেয়ং শুচিস্মিতে॥
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরশঃ শৃণু।

—মহাভারত, আদিপর্ব ১২২।৩-৯।

অর্থাৎ "মহাত্মা ধর্মপ্রাণ ঋষিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সেই প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে স্ত্রীলোকগণ অবারিত ছিল; তাহারা স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছানুযায়ী বিহার করিয়া বেড়াইত। এই ভাবে যে তাহারা কৌমার অবস্থা হইতেই পতিকে উল্লঙ্ঘন করিত, ইহাতে কোনও অধর্ম হইত না, ইহাই পুরাকালে ধর্ম ছিল। অদ্যাপি এই প্রাচীন ধর্ম পশুপক্ষিকীটপতঙ্গাদি জীবগণ কাম-ক্রোধশূন্য চিত্তে অনুসরণ করে। মহর্ষিরা এই বিধিসম্মত ধর্মের আদর করেন। আজও উত্তর কুরুতে এই প্রথা আদৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক এই ধর্ম সনাতন। পরন্তু, অল্পকাল হইল, বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে; যিনি যে কারণে বর্তমান নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত বলিতেছি, শোনো।" এই বলিয়া পাণ্ডু শ্বেতকেতুর উপাখ্যানটি বিবৃত করিলেন—শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষেই শ্বেতকেতুর মাতাকে একজন পরপুরুষ হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন দেখিয়া শ্বেতকেতু নিয়ম করিলেন যে, যে নারী ভর্তাকে অতিক্রম করিবে সে পাতকগ্রস্ত হইবে।

বর্তমান কালের কয়েকজন পণ্ডিত হিন্দুবিবাহের ভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্‌টর্ (পরে বিচারপতি সার্) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"Marriage according to the Vedas is a union of flesh with flesh and bone with bone"—The Hindu Law of

Marriage and Stridhan (Tagore Law Lectures for 1878) by Dr. G. Banerjee, p. 138—"বেদে বিবাহের অর্থ মাংসের সহিত মাংসের, অস্থির সহিত অস্থির মিলন।"

ডক্‌টর্ ইয়লি বলেন—

"Marriage, according to the old Sanskrit law-books, is not a mere social contract, but a strictly religious institution, to which the famous definition of marriage in Roman law is fully applicable. It is, indeed, as in ancient Rome, an association for life, and productive of a full partnership, both in human and divine rights and duties. * * A legitimate wife is therefore called Dharmapatnī, i. e., as the commentators explain, Dharmārtham patnī,—a wife married for the fulfilment of the Sacred Law."—History of the Hindu Law of Partition, Inheritance and Adoption (Tagore Law Lectures for 1883) by Dr. J. Jolly, p. 71—

"প্রাচীন সংস্কৃত আইন-পুস্তকে বিবাহ কেবলমাত্র সামাজিক চুক্তি নয়, ইহা বিশেষভাবে ধর্মানুষ্ঠান, রোমান্ আইনের প্রসিদ্ধ বিবাহ-সংজ্ঞা এক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। প্রাচীন রোমে যেরূপ ছিল, এই বিবাহেও তদ্রূপ আজীবন সাহচর্য এবং মানবিক ও দৈব অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সহকারিত্ব বোঝায়। * * আইনসম্মত পত্নীকে সেইজন্য ধর্মপত্নী বলা হয়, অথবা টীকাকারদিগের ভাষায়, ধর্মার্থম্ পত্নী—ধর্মসাধনের জন্য বিবাহিত পত্নী"।

ইঁহাদিগের মতে প্রাচীন ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী একাঙ্গীভূত, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্বামিস্ত্রীর বন্ধন পরলোক পর্যন্ত অচ্ছেদ্য। ইঁহাদিগের মতের সমর্থনে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিছু কিছু উক্তি পাওয়া

যায়। রামায়ণে সীতা রামকে বলিতেছেন, ইহলোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা* ( অযোধ্যা কাণ্ড ২৯।১৮ ) অর্থাৎ, ইহলোকেও যে যাহার স্ত্রী পরলোকেও সেই তাহার স্ত্রী। আপস্তম্বসূত্রে কতকটা অনুরূপ ভাব আছে। বৃহস্পতি সংহিতায় আছে—শরীরার্দ্ধং স্মৃতা ভার্যা পুণ্যাপুণ্যফলে সমা ( ২৫।৪৬ ), "স্ত্রীকে শরীরের অর্দ্ধ বলা হয়, সে পাপ বা পুণ্যের ফল সমভাবে ভোগ করে"।

এই জাতীয় ভাব বেদসংহিতায় নাই। বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা উপলক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একখণ্ডে পুরুষ ও অপর খণ্ডে স্ত্রী হইলেন ; কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, কেবলমাত্র বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ দুইজন নরনারীই পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ—ইহার অর্থ, সমস্ত পুরুষজগৎ সৃষ্টির এক অর্দ্ধ ও সমস্ত স্ত্রীজগৎ অপর অর্দ্ধ। শতপথব্রাহ্মণে যে উক্তি আছে—জায়ালাভ না করা পর্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ ( ৫।২।১।৮-১০ )—তাহার তাৎপর্য এই যে বিবাহ ও সন্তান প্রজনন অবশ্যকরণীয়। তদুপরি, কথাটি একটি যজ্ঞবিশেষে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সাহায্যকরণ উপলক্ষ্যে বলা হইয়াছে মাত্র। ব্যাসসংহিতায় ( যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্, ২।২৪, অর্থাৎ, যতদিন না পত্নীলাভ করা যায় ততদিন পুরুষ অর্দ্ধ থাকে ) শতপথব্রাহ্মণের ভাষার ও ভাবের অনুরণন করা হইয়াছে। মনুর নবম অধ্যায়ের ৪৫ হইতে ৪৭ তম শ্লোকে যে উক্তি আছে—ভর্তাই স্ত্রী, বিক্রয় বা বিসর্গ দ্বারা ভার্যা ভর্তা হইতে মুক্ত হয় না—তাহার তাৎপর্য এই যে, পরপুরুষের ঔরসে

* রামায়ণে বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ; এটি প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব।

স্বীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিজেরই অর্থাৎ যাহার ক্ষেত্র বা স্ত্রী তাহারই পুত্র, অপরের শুক্র হইলেও শুক্রদাতার পুত্র নয়; ইহার তাৎপর্য স্বামিস্ত্রীর সম্পর্ক স্বর্গীয় পরলোকপ্রসারী এরূপ একেবারেই নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী অতএব তাহাদিগের সম্পর্ক ইহকাল পরকালে অবিচ্ছেদ্য, এই জাতীয় ভাবপ্রবণতার লেশমাত্র যে মনুর যুগে ছিল না, তাহা আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ, ধর্মানুষ্ঠানগুলি পুরুষের করণীয়, স্ত্রীর অংশগ্রহণ অধিকাংশ স্থলে একেবারেই নাই, ক্বচিৎ সামান্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বামী বা স্ত্রী পতিত হইলে ত্যাজ্য, এইরূপ বিধি ছিল। বসিষ্ঠ বলেন, "ভার্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টাঃ পাপকর্মভিঃ পরিভাষ্য পরিত্যাজ্যাঃ পতিতো যোঽন্যথা ভবেৎ" ( বসিষ্ঠ ১৩ শ অধ্যায় ), "স্ত্রী, পুত্র বা শিষ্য পাপকর্ম করিলে, তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ত্যাগ করিবে; যে এরূপ না করিবে সে নিজে পতিত হইবে।" পরাশর বলেন "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে" ( পরাশরসংহিতা ৪।২৬ ) "পতি যদি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, ক্লীব বা পতিত হয় অথবা যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।" মনুতে সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে—

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।

যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ ॥ মনু ১১।১৮১—

অর্থাৎ, পতিতের সহিত একবৎসর সংসর্গে থাকিলে পতিত হইতে হয়। তৃতীয়তঃ, তৃতীয় আশ্রমে অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন কালে স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া চলিয়া যাওয়া যাইতে পারে—"পুত্রেষু ভার্যাং নিক্ষিপ্য" ( মনু ৬।৩ )। অবশ্য, এ আশ্রমে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখা দোষের নয়—"পুত্রেষু

ভার্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা"—কিন্তু চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসে সম্পূর্ণ একাকী থাকিতেই হইবে—"চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ" ( মনু ৬।৩৩ ), "এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্" ( মনু ৬।৪২ )। উপরিলিখিত সকল ব্যবস্থাই স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী এইরূপ ভাবের বিরোধী। স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ ও স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের বিধিও অঙ্গাঙ্গিভাববিরুদ্ধ।

## বিবাহের কাল

বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ সাধারণতঃ সক্রিয়পক্ষ, এবং পুরুষ বিবাহ করিবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম উদ্‌যাপনান্তে সমাবর্তনের পরে। মনুর মতে, ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে অষ্টম বর্ষে ( গর্ভ হইতে গণনা করিয়া ), ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে ( মনু ২।৩৬ ); প্রয়োজন অনুসারে ইহার কিছু পূর্বে বা কিছু পরেও উপনয়ন হইতে পারে। উপনয়ন অর্থে ( গুরুর ) সমীপে আনয়ন, গুরুর হস্তে সমর্পণ বিদ্যাভ্যাসের জন্য। ইহার পর ৩৬ বৎসর পর্যন্ত ( প্রয়োজনানুসারে এতদপেক্ষা অল্প কাল ) গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আজ্ঞানুবর্তী থাকিয়া বিদ্যাচর্যা সমাপনান্তে বিবাহ ( মনু ২।১০৮ ; ৩।১ )।

## প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থা—Patriarchal family ছিল না

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ করিবার এই যে রীতি, ইহা অনুধাবন করিলে আমরা প্রাচীন আর্যদিগের পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোক পাই। সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে,

পুরাকালে ভারতবর্ষে patriarchal family বা পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থা ছিল। পিতৃপ্রধান পরিবারের রীতি এই যে, পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সর্বময় কর্তা হইবেন। পিতৃপ্রধান পরিবার কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া মেন্ বলিতেছেন—

"The eldest male parent—the eldest ascendant—is absolutely supreme in his household. His dominion extends to life and death and is as unqualified over his children and their houses as over his slaves; indeed, the relations of sonship and serfdom appear to differ in little beyond the higher capacity which the child in blood possesses of becoming one day the head of a family himself."—Ancient Law by Sir Henry Sumner Maine with introduction and notes by Sir Frederick Pollock, p. 132—

অর্থাৎ "বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা—বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ—গৃহে সর্বময় কর্তা। তাঁহার অধিকার জীবনমরণপ্রসারী, এবং নিজের ক্রীতদাসদিগের উপর যেরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, পুত্রকন্যাগণ ও তাহাদিগের গৃহের উপরও তদ্রূপ; প্রকৃতপক্ষে, পুত্র ও দাসের মধ্যে পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে ঔরসজাত পুত্র একদিন নিজেই পরিবারের কর্তা হইতে পারিবে।" এই পিতৃপ্রধান পরিবার প্রথা যে হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, এই মত প্রকাশ করেন সর্বাধিকারী—

"Abundant evidence can be given of the fact that the primitive society in ancient India consisted of patriarchal families. The story of Sunahsepha, related in the Aitareya Brāhmana and similar legends supply the evidence in question. * * It is clear from this

that the power of the father in his family was absolute, which is one of the chief characteristics of a patriarchal family."—The Principles of the Hindu Law of Inheritance (Tagore Law Lectures for 1880) by R. Sarvadhikari, p. 62; see also pp. 214-15—

অর্থাৎ, "প্রাচীন ভারতের আদিম সমাজ যে পিতৃপ্রধান পরিবার সমূহের সমষ্টি ছিল, ইহার প্রভূত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত শুনঃসেফের কাহিনী এবং ঐ জাতীয় অন্য কাহিনী হইতে। * * ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পরিবারে পিতার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল—এই অপ্রতিহত ক্ষমতাই পিতৃপ্রধান পরিবারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।"

এই মত ইয়লিও প্রকাশ করেন—

"The position of a son under the Indian law was * * precisely the same as that of an unemancipated son under the earliest Roman law"—op. cit. by Dr. J. Jolly p. 82—

অর্থাৎ, "ভারতীয় আইনে পুত্রের অবস্থা প্রাচীনতম রোম্যান্ আইনে unemancipated পুত্রের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ এক।"

উপরিলিখিত মতবাদের ভিত্তি প্রধানতঃ দুইটি—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নিবদ্ধ শুনঃসেফের কাহিনী,—শুনঃসেফকে নাকি তদীয় পিতা নরমেধ যজ্ঞে বলি দিবার জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন—এবং (২) মনুর দুইটি শ্লোক—"ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ, যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্" (মনু ৮।৪১৬) ( "ভার্যা, পুত্র ও দাস এই তিনজন অধন ; তাহারা যাহা অর্জন করে, তাহা উহাদিগের স্বামী পিতা বা প্রভুর" ), ও "ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ

স্য রজ্জ্বা বেণুদলেন বা" ( মনু ৮।২৯৯ ), ( ভার্যা, পুত্র, দাস, শিষ্য বা সহোদর ভ্রাতা অপরাধ করিলে উহাদিগকে রজ্জু বা বংশদণ্ড দিয়া তাড়না করা যায় )। বসিষ্ঠের শ্লোকেরও অবশ্য উল্লেখ করা হয়—"শোণিত-শুক্রসম্ভব: পুরুষ: মাতাপিতৃনিমিত্তক: তস্য প্রদানবিক্রয়ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবত:" (বসিষ্ঠ ১৫শ অধ্যায়), "সন্তান মাতার ও পিতার শোণিত ও শুক্র হইতে জন্মলাভ করে, সন্তানকে দান বিক্রয় বা ত্যাগ করা বিষয়ে মাতাপিতার অধিকার।" অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে এই মতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালে আর্যদিগের মধ্যে law of primogeniture বা জ্যেষ্ঠের একোত্তরাধিকারিত্ব বিধি প্রচলিত ছিল (Jolly op. cit. p. 85, Sarvadhikari op. cit. p. 225)—যে রীতি পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার বিশেষ অনুষঙ্গ।

এই মতবাদগ্রহণের পথে কয়েকটি বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। প্রথমত:, পূর্বকালে আর্যদিগের মধ্যে law of primogeniture প্রবর্তিত ছিল, এই উক্তি যথার্থ মনে হয় না। ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—"পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত" ( ১।৭০।১০ ), অর্থাৎ "বৃদ্ধ পিতার সম্পত্তি যেরূপ ভাগ করা হয়"; কৃষ্ণযজুর্বেদে পাওয়া যায়—"মনু: পুত্রেভ্যো দায়ং ব্যভজৎ" ( তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।১।৯ ), অর্থাৎ, "মনু পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদের যুগে সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে ভাগ হইত, একা জ্যেষ্ঠপুত্র পাইত না। মহাভারতেও সম্পত্তি বিভাগের কথা আছে, primogeniture নাই—"সবর্ণাসু জাতানাং সমান্ ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ" ( অনুশাসন পর্ব ৪৭।১৬ ), ( সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানদিগের মধ্যে সমান ভাগ হইবে )। বহু জাতকেও সেই কথা আছে—যথা মৎস্যদান জাতক, মৃতরোদন জাতক। মনুতেও সম্পত্তি সমভাবে বিভাগের বিধি

আছে—"ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্ ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ (মনু ৯।১০৪)। পরবর্তী যুগে primogeniture নীতি গুঁজিয়া দেওয়া হয়—"জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্লীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ" ( মনু ৯।১০৫ )। মিতাক্ষরা আইন অতি-আধুনিক কালের সৃষ্টি। যেখানে primogeniture নাই, সেখানে পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার একটি মূল স্থূণ খসিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, পিতা পতিত হইলে ত্যাজ্য, এইরূপ বিধান ছিল—গৌতম ২১ তম অধ্যায় ( ত্যজেৎ পিতরং রাজঘাতকং শূদ্রযাজকং বেদবিপ্লাবকং ভ্রূণহনম্ ), বসিষ্ঠ ১৩শ অধ্যায় ( পতিতঃ পিতা পরিত্যাজ্যঃ ), মনু ১১।১৮১—১৯১। এ ক্ষেত্রে পিতার একনায়কত্ব—যাহা পিতৃপ্রধান পরিবারের মূল কথা—আর থাকে না। তৃতীয়তঃ, আর্যদিগের মতে, সকলে একত্র থাকা অপেক্ষা পৃথক্ থাকাই ভাল, কারণ তাহা হইলে যে যাহার নিজের নিজের ধর্মক্রিয়া করিতে পারিবে—"পৃথগ্ বিবর্ধতে ধর্মস্তস্মাদ্ ধর্ম্যা পৃথক্ক্রিয়া" ( মনু ৯।১১১ ), "বিভাগে তু ধর্মবৃদ্ধিঃ" ( গৌতম ২৯তম অধ্যায় )। এই মতও পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার বিরোধী। পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব না থাকার পক্ষে চরম যুক্তি এই যে, পুত্র শিশুকালেই উপনয়নের পরে পিতার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইত; সে থাকিত গুরুর আশ্রয়ে ( মনু ২।১০৮ দ্রষ্টব্য ), এবং ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় সমাবর্তন করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। শুনঃসেফের উদাহরণ, মনু ৮।৪১৬ ও ৮।২৯৯ এবং বসিষ্ঠ ১৫।১—এ সমস্তই উপনয়নের পূর্বে শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার অনস্তিত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নরনারীর বিবাহ ব্যাপারে। বিবাহে পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নারী অবস্থাবিশেষে স্বাধীন। বিবাহে সংসারী হইয়া বসার ব্যাপারে

পিতার কোনও কর্তব্য দায়িত্ব বা অধিকার পুত্রসম্পর্কে নাই। আর্যবিবাহের এইটি বিশেষত্ব। প্রাপ্তযৌবন দ্বিজ স্বীয় রুচি অনুযায়ী বিবাহ করিত—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥
বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ। মনু ৩।১-২

"গুরুগৃহে তিন বেদ অধ্যয়নরূপ ব্রত পালনের কাল ৩৬ বৎসর, কিংবা তাহার অর্দ্ধেক ১৮ বৎসর, কিংবা এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৯ বৎসর, অথবা যে সময়ের মধ্যে (বেদ) আয়ত্ত হইয়া যায় ততকাল। তিন বেদ, দুই বেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া অক্ষতব্রহ্মচর্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।"

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ মনু ৩।৪

"গুরুর অনুমতি লইয়া যথাবিধি স্নান করিয়া (গৃহে) সমাবর্ত্তনের (প্রত্যাবর্তনের) পরে (স্নাতক) দ্বিজ সবর্ণা সুলক্ষণযুক্তা ভার্যা বিবাহ করিবে।"

সমান বর্ণের নারীকে বিবাহ করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে, বৈশ্য বৈশ্যাকে এবং শূদ্র শূদ্রাকে বিবাহ করিবে।

## অসবর্ণ বিবাহ

কিন্তু এই সবর্ণাবিবাহ বিধি কেবল প্রথম বিবাহ সম্পর্কে প্রযোজ্য। পরবর্তী বিবাহে যে কোনও নিম্ন বর্ণের স্ত্রী বিবাহ করা চলিত।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ মনু ৩।১২-১৩

## অনুলোম বিবাহ

দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রথমে সবর্ণা নারী প্রশস্ত। কামপরবশ হইয়া আরও বিবাহ করার ইচ্ছা হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রা নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে, এবং বৈশ্য শূদ্রা নারী বিবাহ করিতে পারিবে। উচ্চ বর্ণের পুরুষ নীচ বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করার রীতিকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। অনুলোম বিবাহ বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মহাভারতে ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে ইহা পাওয়া যায়—"চতস্রো বিহিতা ভার্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ" (অনুশাসন পর্ব ৪৭।৪)। প্রত্যেক স্মৃতিগ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিষ্ণুসংহিতায় পাওয়া যায়—"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্যা ভবন্তি তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য দ্বে বৈশ্যস্য একা শূদ্রস্য" (২৪।১-৪), নারদ সংহিতায়—"ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু" ইত্যাদি (১২শ ব্যবহারপদ, ৫ম শ্লোক)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে—কৌটিল্য ৩।৬। পুরাণেও আছে—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, পূর্বার্দ্ধ ৪০।৫৪। অর্বাচীন কালে অসবর্ণ-বিবাহ নিন্দিত হইয়া উঠে এবং ইহার প্রথম লক্ষণ দেখা যায় ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহ ব্যাপারে। উপরে উদ্ধৃত মনুর তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ

শ্লোকে শূদ্রা প্রভৃতি চারিবর্ণের নারীকে ব্রাহ্মণ পুরুষ বিবাহ করিতে পারিবে এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও চতুর্দশ শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবার্থক উক্তি সুরু হয়। স্পষ্টতঃই ১৪শ হইতে ১৯তম শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। মনুর ৩।৪৩, ৪৪ শ্লোক—যেথানে অসবর্ণ বিবাহে পার্থক্য সূচিত হইয়াছে, এগুলিও প্রক্ষিপ্ত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা সম্ভবতঃ মতসন্ধিস্থলে রচিত—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্ দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৬)

"দ্বিজগণ কর্তৃক শূদ্রা পত্নী গ্রহণ বিষয়ে যাহা বলা হইয়া থাকে তাহাতে আমার সম্মতি নাই; কারণ পত্নীতে মানুষ নিজেই জন্ম গ্রহণ করে।"

## প্রতিলোম বিবাহ

অনুলোম বিবাহ যেরূপ প্রশস্ত, প্রতিলোম বিবাহ, অর্থাৎ, নীচবর্ণের পুরুষ কর্তৃক উচ্চবর্ণের নারীকে বিবাহ, সেরূপ প্রশস্ত ছিল না। তথাপি, মনুতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নিষেধ নাই, যেরূপ নিষেধ আছে ব্যাসসংহিতায়—"নাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্" (২।১১) ও বিষ্ণুসংহিতায়—"প্রতিলোমাসু আর্যবিগর্হিতাঃ" (১৬।৩)। প্রতিলোম বিবাহ যে তৎকালে সম্পূর্ণ প্রতিষিদ্ধ ছিল না তাহা বুঝা যায় ক্ষত্রিয় যযাতি কর্তৃক ব্রাহ্মণী দেবযানীকে বিবাহ করার কাহিনী হইতে; তবে ইহা যে প্রশস্ত ছিল না তাহা বুঝা যায় যযাতির উক্তি হইতে—

বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রং তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভাবিনি।
অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি পিতুস্তব॥

—মহাভারত, আদিপর্ব, ৮১।১৮

অতি-অর্বাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে সেই নিষেধ দেখা যায়—বাৎস্যায়ন ১।৫।২ দ্রষ্টব্য।

## অসগোত্র বিবাহ—Exogamy

স্ত্রীনির্বাচন ব্যাপারে দ্বিতীয় বাধা গোত্রের। মনু বলিতেছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥ মনু ৩।৫

"যে কন্যা মাতার সপিণ্ড নয় ও পিতার সগোত্র নয়, দ্বিজ এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবেন"। সপিণ্ড কে, ইহা মনুর ৫।৬০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে, অর্থাৎ, সাত পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড। আলোচ্য নিষেধটি কতকটা ম্যাক্লেনানের exogamy সূত্রানুগ।* এই শ্লোকটি বা এই জাতীয় উক্তি অধিকাংশ স্মৃতিগ্রন্থেই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্যদিগের এরূপ নিষেধ ছিল না। শতপথব্রাহ্মণে আছে —

"তস্মাদু সমানাদেব পুরুষাদ্ অত্তা চাদ্যশ্চ জায়েতে। ইদং হি চতুর্থে পুরুষে তৃতীয়ে সংগচ্ছামহে ইতি বিদেবং দীব্যমানা জাত্যা আসতে" (মাধ্যন্দিন ১।৮।৩।৬)—

একই পুরুষ হইতে স্বামী ও স্ত্রীর জন্ম, পরস্পর তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ হইলে সঙ্গম করা করা যায়। বাস্তবিক, পুরাকালে নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের দৃষ্টান্ত একাধিক দেখা যায়। পুরুর পৌত্র প্রাচিন্বান্ সগোত্র বিবাহ করেন—মহাভারত, আদিপর্ব, ৯৫ অধ্যায়; অর্জুন

* Primitive Marriage by J. F. M' Lennan, pp. 48, 53 দ্রষ্টব্য।

স্বীয় মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে রচিত জাতকগুলিতে পিতৃব্যকন্যা ও মাতুলকন্যা বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায়—মহাজনক জাতক, অসিলক্ষণ জাতক, চুল্লপদ্ম জাতক, মৃদুপাণি জাতক, বেস্‌সন্তর জাতক, ইত্যাদি। অতএব আলোচ্য মনুশ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতেও এই শ্লোকটির উল্লেখ আছে—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
ইত্যেতামনুগচ্ছেত তং ধর্মং মনুরব্রবীৎ॥

অনুশাসন পর্ব, ৪৪।১৮ ;

অথচ, এই মহাভারতেই অর্জুন-সুভদ্রা বিবাহ ও প্রাচিন্বানের সগোত্র বিবাহের কথা বলা আছে। সুতরাং স্পষ্টই মনে হয় যে, "অসপিণ্ডা" ইত্যাদি উক্তি পরবর্তীকালে প্রথমে মনুসংহিতায় ও পরে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়। প্রশ্ন আসে, কি অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নিকট সম্পর্কিত নরনারীর মধ্যে বিবাহ পরবর্তী যুগে নিষিদ্ধ হয়। মনে হয়, আর্যরা অনার্যদিগের নিকট হইতে এই নিষেধটি গ্রহণ করেন। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সর্বত্রই exogamy দৃষ্ট হয়—তাহারা নিজের গোষ্ঠীর (tribeএর) ভিতর বিবাহ করে না। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এক যুবতী লইয়া দুই বা ততোধিক পুরুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি হইয়া থাকে; যদি নিজের গোষ্ঠীর ভিতর বিবাহ সম্ভব হয়, তাহা হইলে নিজেদের দলের পুরুষগণ পরস্পর কলহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, নিজেদের দল দুর্বল হইয়া পড়িবে—ভিন্ন গোষ্ঠীর কন্যা কাড়িয়া বা আপোসে আনিলে এ বিপদ্ থাকে না। সে যাহাই হউক, পূর্ব কালের রীতি আর্যদিগের মধ্যে একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই। দক্ষিণাপথে এখনও মাতুলকন্যাবিবাহ প্রচলিত। এ বিষয়ে বৌধায়নের

ও বৃহস্পতির "ধর্ম"গ্রন্থে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ( ২।৩।১ ) উল্লেখ আছে।

স্ত্রী পছন্দ করিবার সময় তাহার বংশ, চরিত্র, শারীরিক অবস্থা, এমন কি নাম সম্বন্ধেও বাছাবাছি করার নিয়ম আছে ; ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহ করারও নিষেধ আছে—মনু ৩।৭-১১।

স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়স হইতে অল্প হইবে কি না, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট বিধি মনুতে নাই। মনু ৯।৯৪ শ্লোকে যে আভাস আছে সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করিতেছি। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে—স্ত্রীকে অল্পবয়সের, যবীয়সী, হইতে হইবে—যথা, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫২।

## বিবাহে নারীর স্বাধীনতা

বিবাহে পুরুষ সাধারণতঃ সক্রিয় পক্ষ হইলেও নারী সর্বক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় পক্ষও নয়, পরতন্ত্রও নয়। পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থায় নারীদের যেরূপ পরতন্ত্রতা থাকে, আর্যদিগের মধ্যে সেরূপ ছিল না। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা নিজেই বিবাহ করিতে পারিত, কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে অভিভাবক বিবাহ না দিলে সে নিজেই ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত—

> ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত*কুমার্যৃতুমতী সতী।
> ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনু ৯।৯০।

*বর্ষাণ্যুপাসীত ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

এ বিবাহ গান্ধর্বমতে হইতে পারিত এবং এ ক্ষেত্রে বর ও কন্যা উভয়ে সমভাবে সক্রিয়। নারীর পরতন্ত্রতা বিষয়ে মনুতে যে শ্লোকটি আছে—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥—

( মনু ৯।৩ )

এটি সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত ; না হইলেও ইহার ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণ।

## কন্যার বয়স—প্রাপ্তযৌবনার বিবাহ

কন্যার কত বয়সে বিবাহ হইবে সে বিষয়ে বর্তমান মনুসংহিতায় কোনও স্পষ্ট উক্তি নাই। মেয়েদের বাল্যবিবাহ নির্দিষ্ট করিয়া পরাশরসংহিতায় বিধান আছে—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশ বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥

( পরাশর ৭।৬-৮ )

অর্থাৎ, "নারী আট বছর বয়সের হইলে তাহাকে গৌরী বলা হয়, নয় বছর বয়সের হইলে রোহিণী, দশ বছর বয়সের হইলে কন্যা, এবং তাহার বেশি বয়সের হইলে রজস্বলা। বার বছর বয়সেও কন্যার বিবাহ না দিলে, তাহার রজঃ মাসে মাসে পিতৃগণ নিজেরাই পান

করেন। রজস্বলা কন্যা দেখিলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জনই নরকে যায়।" অনুরূপ উক্তি যমসংহিতায় ( ২২-২৩ ) ও সংবর্ত সংহিতায়ও ( ৬৬-৬৮ ) আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও নারীর বাল্যবিবাহ সমর্থক উক্তি আছে—১।৬৪; তদ্রূপ আছে বসিষ্ঠে ( ১৭শ অধ্যায় ), বৌধায়নে ( ৪।১।১১ ) ও গোভিলগৃহ্যসূত্রে ( ৩।৪।৬ )।

বর্তমান মনুসংহিতায় প্রত্যক্ষভাবে বাল্যবিবাহ সমর্থনে কোনও শ্লোক না থাকিলেও বাল্যবিবাহ যে নিন্দিত নয় তাহা আমরা মনু ৯।৯৪ হইতে বুঝিতে পারি—

ত্রিংশদ্‌বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥

অর্থাৎ, ত্রিশ বছরের পুরুষ বার বছরের কান্তিমতী কন্যাকে ও চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করিবে; নতুবা ধর্মহানি হয়।

অপরপক্ষে, মনু ৯।৮৮ শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, কন্যার যৌবনে বিবাহদানই সাধারণ রীতি ছিল—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি ॥—

"ভাল বর হাতের কাছে পাওয়া গেলে অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যারও বিবাহ দেওয়া চলে"; ইহার তাৎপর্য এই যে, অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহ দিয়া সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম করা হইল। এবং ৯।৮৯ শ্লোকে সাবধানতার বাণী আছে যে, আজীবন কুমারী থাকাও ভাল, তথাপি গুণহীন পাত্রে কন্যাসমর্পণ উচিত নয়। আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত মনু ৯।৯৪ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। পূর্বকালে যৌবনপ্রাপ্তি না হইলে কন্যার বিবাহ হইত না। মহাভারতে যতগুলি বিবাহের উল্লেখ আছে, সকল

ক্ষেত্রেই কন্যা প্রাপ্তযৌবনা, কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে তাহার বিবাহের প্রশ্নই যেন উঠে নাই। সাবিত্রী (বনপর্ব ২৯২।৩১), তপতী (আদি পর্ব ১৭১।১১), লোপামুদ্রা (বন পর্ব ৯৬।৩০), দময়ন্তী (বন পর্ব ৫৪।৮), শকুন্তলা (আদিপর্ব ৭১।১২), দেবযানী (আদিপর্ব ৭৬।২৫), কুন্তী (আদিপর্ব ১১২।২২), বিদুরপত্নী (আদিপর্ব ১১৪।১২), উত্তরা (বিরাট পর্ব ৭২।৪) প্রভৃতি সকল রমণীরই যৌবনে বিবাহ হইয়াছিল। এ অবস্থায় প্রশ্ন আসে—কি কারণে পরবর্তীকালে নারীর যৌবনবিবাহ নিন্দিত ও বাল্যবিবাহ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইল। বিস্মিত হইয়াই রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"Primitive man knows nothing of infant marriage, nor is it easy to conceive how such an institution could have arisen in the struggle for existence out of which society has been evolved."—The tribes and castes of Bengal by H. H. Risley. Vol. I, Introductory essay, p. lxxxvii—

অর্থাৎ "বাল্যবিবাহের সহিত আদিম মানব পরিচিত নয়। যে জীবন-সমর হইতে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে বাল্যবিবাহরূপ একটি প্রথার উদ্ভব কিরূপে হইল তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।"

ইহার কারণ মনে হয়, সমাজের আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের ভরণপোষণ বিশেষ সমস্যার ব্যাপার বলিয়া যে কালে মনে হইতে আরম্ভ হইল, সেই কালে কন্যার কানীন সন্তান লইয়া পিতারা বিব্রত হইতে লাগিলেন; কাজেই কন্যা কানীন সন্তান প্রসব করিয়া অভিভাবককে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার পূর্বেই তাহাকে পাত্রস্থ করিয়া পার করিয়া দিবার রীতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল; এবং রীতির অনুসরণে বিধিও পরিবর্তিত হইল।

## বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ

বিবাহ আট প্রকারের হইতে পারিত—

চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ* হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধত॥
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

( মনু ৩।২০-২১ )

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ— এই আট প্রকারের বিবাহ। এই বিভিন্ন প্রকার বিবাহের বৈশিষ্ট্য মনু ৩।২৭-৩৪ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। বরকে উপযুক্ত অর্চনা করিয়া কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া কন্যাদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ ; যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কে অলঙ্কৃত কন্যা দান দৈব ; বরের নিকট হইতে গোমিথুন লইয়া কন্যাদান আর্ষ ; 'উভয়ে ধর্ম আচরণ কর,' এইরূপ উপদেশ দিয়া কন্যাদান প্রাজাপত্য , ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া কন্যাদান আসুর ; বর ও কন্যা পরস্পরের ইচ্ছায় মিলিত হওয়া গান্ধর্ব ; বলপ্রয়োগে কন্যাহরণ রাক্ষস ; সুপ্ত মত্ত ইত্যাদি অবস্থার কন্যা অধিকার করা পৈশাচ।

## বিবাহ অনুষ্ঠান

পূর্বোক্ত প্রথম পাঁচটি বিবাহে কিরূপ অনুষ্ঠান হইবে এ বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আভাস আছে মনুর ৩।৩৫, ৮।২২৭ ও ৩।৪৩-৪৪ শ্লোকে—

* প্রেত্যেহ চ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে।
ইতরেষান্তু বর্ণানামিতরেতরকাম্যয়া॥ ( মনু ৩।৩৫ )

—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জল দিয়া কন্যাদান প্রশস্ত, অন্যবর্ণের মধ্যে মুখের কথায় হয়।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥
( মনু ৮।২২৭ )

—পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলি ভার্যাত্বের লক্ষণ; সপ্ত পদ ( একসঙ্গে ) গমন করিবার পর ঐ মন্ত্রগুলির নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি হয়।

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্মণি॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে॥ (মনু ৩।৪৩, ৪৪)

পাণিগ্রহণ কেবল সবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণেতরা নীচবর্ণা স্ত্রী যথাক্রমে শর, যষ্টি ও বস্ত্রাঞ্চল ধরিবে।

বিবাহানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ গৃহ্যসূত্রগুলিতে পাওয়া যায়। বিবাহের মূলসূত্র বরকর্তৃক বধূর পাণিগ্রহণ বা হস্তধারণ; সেই পাণিগ্রহণ কালে তদ্ভাবব্যঞ্জক ঋগ্বেদের একটি ঋক্ বর উচ্চারণ করিত—

গৃভ ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্ ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥
( ঋগ্বেদসংহিতা ১০.৮৫।৩৬ )

অর্থাৎ "আমি তোমার হাত ধরিতেছি সৌভাগ্যলাভের জন্য, আমার সহিত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিও। ভগঃ, অর্যমা, সবিতা ও পুরন্ধি, এই দেবগণ তোমাকে আমায় দিলেন যাহাতে আমি গার্হপত্য

করিতে পারি।” ইহার পরে বর বধূর দক্ষিণপদ একটি প্রস্তরের উপর রাখিয়া বলিত—‘এসো, প্রস্তরের উপর পা দাও; প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হও; শত্রুদিগকে পদদলিত কর; শত্রুদিগকে জয় কর।’ প্রস্তরটি দৃঢ়তার প্রতীক। তৎপরে বর বধূকে উত্তর-পূর্ব দিকে সপ্ত পদ হাঁটাইয়া লইয়া যাইত। সপ্তম ধাপে দাঁড় করাইয়া বর বধূকে বলিত—“সপ্ত পদ একত্র হাঁটিয়া আমরা বন্ধু হইলাম। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ যেন না হয়।” ইহার পরে বর বধূকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইয়া বলিত—“অবিচল থাকিও, আমার সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইও।” ধ্রুব নক্ষত্র স্থৈর্যের প্রতীক। বধূ উত্তর করিত—“আমি ধ্রুবতারা দেখিতেছি, আমার যেন সন্তান হয়।” ঋগ্বেদীয় শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র, কৃষ্ণযজুর্বেদীয় হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

উপরি-লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে, বিবাহের অনুষ্ঠানটি কিরূপ ছিল। আর্যগণ সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টি লইয়া বিবাহ ব্যাপারটি দেখিতেন—বিবাহ সন্তানপ্রজননের জন্য, সঙ্গিলাভের জন্য, সুখ ভোগের জন্য। বিবাহকালে শালগ্রামশিলার উপস্থিতির চিহ্নমাত্র নাই—তৎকালের আর্যগণ বর্তমান যুগের দেবদেবীগণের জন্ম দেন নাই—, পুরোহিতেরও কোনও প্রয়োজন ছিল না—বর বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করিতেন, বেদান্তর্গত যে দু-তিনটি উক্তি বিবাহ উপলক্ষ্যে উচ্চারণ করিতে হইত তাহা তাঁহার নিজের জানা ছিল। বরের পিতার বা কন্যার পিতার কিছু করণীয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, বধূকে তাহার পিতৃগৃহ বা অন্য অভিভাবকের গৃহ হইতেই গ্রহণ করিতে হইত, কিন্তু সম্প্রদানরূপ কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্বোল্লিখিত গৃহ্যসূত্রগুলিতে এরূপ কোনও অনুষ্ঠানের উল্লেখ নাই। এরূপ অনুষ্ঠানের অভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মাত্রীর

বিবাহ উপলক্ষ্যে। মাদ্রীর ভ্রাতা শল্য মাদ্রীকে ভীষ্মের হাতে দিয়া দিলেন ; তৎপরে ভীষ্ম মাদ্রীকে হস্তিনাপুরে লইয়া গেলে শুভকালে পাণ্ডু তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন ; অতএব মাদ্রীর অভিভাবক শল্যের সহিত পাণ্ডুর বিবাহকালে সাক্ষাৎ পর্যন্ত হইল না।—( মহাভারত, আদি পর্ব ১১৩।১৬-১৮ দ্রষ্টব্য )।* পূর্ব্বে উল্লিখিত মনুর ৩।৩৫ শ্লোক—যাহাতে জল দিয়া কন্যাদানের উল্লেখ আছে—প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। রিজ্‌লি সাহেবের উক্তি, "Religion prescribes that, like the Roman bride of early days, a Hindu girl shall be given (tradita in manum) by her father into the power of her husband" (Risley, op. cit., Introductory essay, p. xciii) ( প্রাচীনকালে রোম্যান্ কন্যাকে যেরূপ পিতার অধিকার হইতে পতির অধিকারে দিয়া দেওয়া হইত, হিন্দুকন্যার বিষয়েও তদ্রূপ বিধি ), প্রাচীন আর্য সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য নয় ; মনু ৫।১৫২ শ্লোক—যাহা কতকটা রোম্যান্ ভাবের সমর্থক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—, ইহার পূর্বের ( ১৫১ তম ) শ্লোক এবং পরের ১৬৬ শ্লোক পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই যুগে যে সময়ে বিধবাবিবাহ নিন্দিত হইয়া উঠে। শেষতঃ, বিবাহের মুখ্য অনুষ্ঠান ছিল বরকর্তৃক বধূর হস্তধারণ ; পূর্বোল্লিখিত মনু ৩।৪৩,৪৪ শ্লোকদ্বয়—যাহাতে অসবর্ণ বিবাহে পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ—প্রক্ষিপ্ত হয় সেইকালে যখন অসবর্ণ বিবাহ নিন্দিত হইতে থাকে।

পূর্বোক্ত পাঁচটি বিবাহের, অর্থাৎ ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য ও আসুর বিবাহের, মূলসূত্র এই যে, এক্ষেত্রে কন্যার পিতার বা অন্য

* মানবগৃহ্যসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ( ১,৬৩ ), ব্যাসস্মৃতি ২।৬ ইত্যাদিতে কন্যাদান অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত আছে, এগুলি অর্বাচীন কালের রচনা মনে হয়।

অভিভাবকের সম্মতি লইয়া পাণি গ্রহণ করিতে হইত—এই ভাবটিকে "সম্প্রদান" কথায় প্রকাশ করা চলে। সম্ভবতঃ, কন্যারও সম্মতি লওয়া হইত। ইহাদিগের মধ্যে 'আসুর' বিবাহের একটু বিশেষত্ব আছে—ইহাতে কন্যাকে ও কন্যার জ্ঞাতিগণকে ধনসম্পত্তি দিতে হইত।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে ॥

( মনু ৩।৩১ )

অভিভাবকের সম্মতি না লইয়া কেবল কন্যার সম্মতি লইয়া পাণিগ্রহণ করাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হইত। গান্ধর্ব বিবাহে একমাত্র অনুষ্ঠান কন্যার পাণিগ্রহণ অর্থাৎ হস্তধারণ; ইহাতে কোনও মন্ত্র উচ্চারণেরও প্রয়োজন নাই। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ—

ক্ষত্রিয়স্য হি গান্ধর্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াঃ সকামেন নির্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ ॥

( মহাভারত, আদি পর্ব, ৭৩।২৭ )

স্পষ্টতঃই বলা হইল যে, গান্ধর্ব বিবাহ নির্মন্ত্র ইহাতে মন্ত্রের প্রয়োজন নাই, যদিও পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠানটির প্রয়োজন—জগ্রাহ বিধিবৎ পাণাবুবাস চ তয়া সহ ( মহাভারত, আদি পর্ব ৭৩।২০ )।*

রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহে কন্যার বা অভিভাবকের কাহারও অনুমতি গ্রহণ করা হয় না। ইহাতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠানও

* রেতঃসেক দ্বারা জন্মের প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুর পর শ্মশানে শয়ন অবধি দ্বিজগণের সকল কর্মে মন্ত্র লাগে, এইরূপ অর্থে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে—

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ ( মনু ২।১৬ );

দেখা যাইতেছে, এ উক্তিটি ঠিক নয়।

নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, বলপূর্বক বা মুগ্ধ করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করা হইলেও বিবাহ অশুদ্ধ নয়। "সময়" বা চুক্তি ব্যাপারে যে বিধি আছে—"সর্বান্ বলকৃতান্ অর্থান্ অকৃতান্ মনুরব্রবীৎ" ( মনু ৮।১৬৮ )—তাহা বিবাহ ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে।

গুণানুসারে বিভাগ করিতে হইলে প্রথম ছয়টি, অর্থাৎ ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর ও গান্ধর্ব, ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, শেষের চারিটি, অর্থাৎ আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস ও পৈশাচ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত, এবং বৈশ্যের ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত আসুর গান্ধর্ব ও পৈশাচ।

ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ ধর্ম্যান্ অরাক্ষসান্॥†

( মনু ৩।২৩ )

এই বিধিটিই মনুর প্রথম সংস্করণে ছিল।‡ পরবর্তী কালে পরস্পর বিপরীত ভাবার্থক একাধিক শ্লোক মনুতে প্রক্ষিপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ মনু ৩।২৪,২৫, ৩।৫১, ৯।৯৮, ৯।১০০ দ্রষ্টব্য। সর্বাপেক্ষা অধিক আক্রমণ হয় আসুর বিবাহের উপর—বলা হয় যে, কন্যাকে ও তাহার জ্ঞাতিগণকে যে ধনসম্পত্তি দেওয়া হয় তাহা কন্যাশুল্ক বা কন্যার মূল্য, মূল্য লইয়া কন্যাদান কন্যাবিক্রয়ের তুল্য, অতএব গর্হিত। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনকালে কন্যাশুল্ক হইয়া বিবাহের বহুল প্রচলন ছিল। মহাভারতে

† ধর্ম্যান্ন রাক্ষসম্ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

‡ একজন ভারতীয় পণ্ডিত যে বিপরীত ভাবার্থক উক্তি করিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়—"The union under the latter four forms was never regarded as perfect. Their children did not acquire the status of full heirs, and the wives never became part of the spiritual self."—K. P. Jayaswal, op. cit. p. 241.

ইহার উল্লেখ আছে পাণ্ডু-মাদ্রীয় বিবাহে, এবং অনেক জাতকেও (যথা কুক্কুট জাতকে, বিদুরপণ্ডিত জাতকে) ইহার উল্লেখ আছে। তবে, মাদ্রীর বিবাহকালে শল্যের সসঙ্কোচ উক্তি হইতে মনে হয় যে মহাভারতের যুগে কন্যাশুল্ক গ্রহণ কিছু নিন্দিত ছিল—আদি পর্ব ১১৩।৮-১১। বর্তমান কালেও বহু শ্রেণীর মধ্যে কন্যাশুল্ক গ্রহণ প্রচলিত।

## নারীর গোত্রান্তর নাই

বিবাহে নারীর গোত্রান্তর হইত, এরূপ কোনও লক্ষণ নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, 'গোত্র' শব্দটি পূর্বকালে 'পিতৃপরিচয়' এই অর্থে মাত্র ব্যবহৃত হইত। এই অর্থেই যযাতি জিজ্ঞাসা করিলেন দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে—"গোত্রে চ নামনী চৈব দ্বয়োঃ পৃচ্ছাম্যহং শুভে" (মহাভারত, আদি পর্ব ৮১।৮)। গোত্রান্তর বিষয়ে মনুতে কোনও উল্লেখই নাই। গোত্রান্তরের প্রশ্ন না থাকায় বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের সময় তাহার কি গোত্র মনে করা হইবে সে বিষয়ে প্রাচীন ঋষিগণ মাথা ঘামান নাই। অর্বাচীন কালেই এই ধারণা আসিয়াছে যে, বিবাহের পরে নারী স্বামীর গোত্রে চলিয়া আসে—"স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে" (লিখিত সংহিতা ২৭)।

## বিবাহ অবশ্য করণীয়

ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনান্তে সমাবর্তন করিয়া স্নাতক বিবাহ করিবেই, এইরূপ ভিত্তিতে আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে,

পূর্বকালে বিবাহ অবশ্যকরণীয় ছিল। মনে করা হইত যে, মানুষের তিন প্রকারের ঋণ আছে—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ ;* যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার নিকট ঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগের নিকট ঋণ, এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ শোধ হয়। এই তিন ঋণই মানুষের শোধ করা কর্তব্য—

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥ মনু ৪।২৫৭

এই তিন ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষ চিন্তা করিলে অধোগতি হয়—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অনুৎপাদ্য তথা সুতান্।†
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥

মনু ৬।৩৫-৩৭।

পুনরায়—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥
সর্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥

মনু ৬।৮৭-৮৮

* শতপথব্রাহ্মণে চারি ঋণের কথা বলা হইয়াছে—দেব-, ঋষি-, পিতৃ- ও মনুষ্যঋণ—শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭।২।১ ; মহাভারতেও চারি ঋণের উল্লেখ আছে—আদিপর্ব ১২০।১৭-২০।

† প্রজাম্ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারিটি আশ্রমেই পর পর থাকিতে হইবে—তাহা হইলেই পরমগতি লাভ হয়।

চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কারণ, গৃহীর সাহায্যেই অন্য আশ্রমীরা বাঁচিয়া থাকে—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।*
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥†
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থৈরেব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

মনু ৩।৭৭-৭৮।

তদ্রূপ মনু ৬।৮৯-৯০। রামায়ণেও এই ভাব—

চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্—

(অযোধ্যাকাণ্ড ১০৬।২২)।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ অবশ্য কর্তব্য ছিল, বিবাহ করা অবশ্য কর্তব্য ছিল, চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করা বা চিরসন্ন্যাসী হওয়া প্রশংসার বিষয় ছিল না। এতদ্বিপরীত ভাবদ্যোতক মনু ২।২৪২-২৪৪ প্রক্ষিপ্ত। অবশ্য, উপরে আলোচিত ভাবের সহিত পিতৃপুরুষগণকে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করার কোনও সম্পর্ক নাই। মনুর প্রথম সংস্করণের যুগে নরকগুলির কল্পিত সৃষ্টি হয় নাই। "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ" ইত্যাদি মনুশ্লোকটি (৯।১৩৮) প্রক্ষিপ্ত; এ শ্লোকটি রামায়ণে ও মহাভারতেও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১২, মহাভারত আদিপর্ব ৭৪।৩৯।

* সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

† বর্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

স্ত্রীর সহিত সহবাসও অবশ্য করণীয়—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥ ( মনু ৩।৪৫ )

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ। .
মৃতে ভর্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা। ( মনু ৯।৪ )

ইহার বিরুদ্ধভাব কোনও স্মৃতিগ্রন্থে নাই; যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।৯৮, পরাশরসংহিতা ৪।১৩-১৪, সংবর্তসংহিতা ৯৬ও এই মর্মে—

কৃত্বা গর্হ্যাণি কর্মাণি স্বভার্যাপোষণে নরঃ।
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥
( সংবর্ত ৯৬ )

—স্বীয় স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য গার্হস্থ্য কর্ম করিবে ও ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে, এরূপ করিলে পরম গতি লাভ করা যায়।

প্রাচীনকালে আর্যরা ভোগবাদী ছিলেন। তাঁহারা সকাম প্রার্থনা সম্বলিত যজ্ঞ করিতেন—যাহাতে বর্ষণ হইয়া প্রচুর শস্যলাভ হয়, যাহাতে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, শক্তি বৃদ্ধি পায়—তাঁহাদের প্রার্থনার মূল সুর "ইষে ত্বা ঊর্জে ত্বা" ( তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।১।১, বাজসনেয়িসংহিতা ১।১।১-২ ) "অভীষ্ট দাও, বীর্য দাও"। গোমাংসপুষ্ট বলিষ্ঠদেহ বলিষ্ঠচিত্ত আর্যগণ নিরামিষ অহিংসাবাদ, নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্যবাদ, নগ্ন ত্যাগবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন না।

পুরুষের পক্ষে বিবাহ ও গার্হস্থ্যধর্ম পালন অবশ্যকরণীয় বিবেচিত হইলেও নারীর বিবাহ সম্পর্কে সতর্কতাবাণী আছে, ( এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে )—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু* গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ( মনু ৯।৮৯ )

কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে থাক সেও ভাল, তবু তাহাকে গুণহীন বরের হাতে কখনও দিবে না।

## নিয়োগ

বিবাহিত জীবনে একটি বিশিষ্ট রীতি নিয়োগ। স্বামী অথবা অন্য উপযুক্ত অভিভাবকের সম্মতি বা নির্দেশ অনুযায়ী সন্তান উৎপাদনের জন্য সন্তানহীনা সধবা অথবা বিধবা নারী পরপুরুষের সহিত সঙ্গত হওয়ার নাম নিয়োগ। নিয়োগের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ এই—(১) নারী কুমারী হইলে চলিবে না, বিবাহিত হওয়া প্রয়োজন (২) সন্তান উৎপাদনের জন্য পরপুরুষের সহিত সঙ্গম প্রয়োজন, (৩) স্বামী বা অন্য অভিভাবকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন, (৪) নারীটির কোনও সন্তান বর্তমান না থাকা প্রয়োজন। ইহাকে "যোষিতাং ধর্মমাপদি" ( মনু ৯।৫৬ ), অর্থাৎ "আপৎকালে নারীধর্ম" বলা হইয়াছে। মনু প্রধানতঃ ৯ম অধ্যায়ের ৫৬তম শ্লোক হইতে ৬৮তম শ্লোক পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; ৯।১৪৬,১৬৭,১৯০,২০৩ শ্লোকেও ইহার উল্লেখ আছে। মুখ্য শ্লোক ৫৯তম—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ( মনু ৯।৫৯ )

অর্থাৎ, "সন্তান না থাকিলে নারী উপযুক্ত নিয়োগে সপিণ্ড বা স্বামীর ভ্রাতার নিকট হইতে অভিলষিত সন্তানলাভ করিবে।"

* প্রযচ্ছেত ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

মনুর কালে নিয়োগপ্রথা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হইত তাহা মহাভারতের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার মাতা সত্যবতী সপত্নীপুত্র ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নীর সহিত সহবাস করিয়া গর্ভোৎপাদন করিবার নিমিত্ত—

"মন্নিয়োগান্মহাবাহো ধর্ম্মং কর্তু মিহার্হসি"

"আমার নিয়োগে তোমার এই ধর্ম করা কর্তব্য"। কিন্তু ভীষ্মের আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা ছিল বলিয়া তিনি সম্মত হইলেন না, অন্য কোনও পুরুষকে নিযুক্ত করিবার কথা বলিলেন। তখন সত্যবতী স্বীয় কানীন পুত্র ঋষি দ্বৈপায়নের শরণাপন্ন হইলেন—

"রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ধর্মতঃ।
তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সমর্থো হ্যসি পুত্রক॥"

"তুমি সন্তানাকাঙ্ক্ষিণী রূপযৌবনসম্পন্না এই দুই নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর।" দ্বৈপায়ন সম্মত হইলেন, এবং সেই দুই বিধবার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দিলেন। মহাভারত আদিপর্ব ১০৩-১০৬তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই কাহিনী হইতে বুঝা যায়, সেকালে নিয়োগ প্রথা কতদূর সাধারণ ও ধর্মানুগ বলিয়া বিবেচিত হইত। বৌদ্ধজাতকেও নিয়োগের উল্লেখ আছে—কুশজাতক দ্রষ্টব্য।

অবস্থাবিশেষে নিয়োগ অবশ্যকরণীয় ছিল। সন্তানহীনা বিধবা সগোত্রব্যক্তি কর্তৃক সন্তান উৎপাদন করাইয়া তাহার হস্তে মৃত স্বামীর সম্পত্তি দিবে এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আছে—

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্থজাতং স্যাৎ তৎ তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ॥

মনু ৯।১৯০

ভ্রাতৃপত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ভ্রাতার ত্যক্ত সম্পত্তি সেই সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিববার বিধিও আছে—মনু ৯।১৪৬।

নিয়োগে দেবরের নিকট হইতে সন্তান লাভ করা যাইত, এবং দেবর অর্থে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ উভয় প্রকারের ভ্রাতাই বুঝা যাইত। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী গুরুপত্নী ও কনীয়ান্ ভ্রাতার পত্নী পুত্রবধূ, এই উক্তি সম্বলিত শ্লোক ( মনু ৯।৫৭ ) প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

স্বামীর ভ্রাতা বা কোনও সপিণ্ডের দ্বারাই যে গর্ভোৎপাদন অবশ্য করণীয় ছিল তাহা নহে, যে কোনও পাত্রকে ব্যবহার করা যাইত। রাজা বলি ঋষি দীর্ঘতমাকে দিয়া স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভোৎপাদন করাইয়াছিলেন—মহাভারত, আদিপর্বে, ১০৪তম অধ্যায়। পাণ্ডু স্বীয় পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে যে কোনও পুরুষের সহিত সহবাস করিয়া সন্তান লাভ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ী অক্ষত্রিয়ের ঔরসে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম হয়। ক্ষত্রিয় কল্মাষপাদ ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠকে দিয়া স্বীয় পত্নী দময়ন্তী গর্ভে সন্তান উৎপাদন করান—মহাভারত, আদিপর্ব, ১৮২তম অধ্যায়। উদ্দালক শিষ্যকে দিয়া নিজের পত্নীর গর্ভোৎপাদন করাইয়াছিলেন—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪।২২। সময়ে সময়ে নিযুক্ত পুরুষকে সম্মত করিবার জন্য অর্থদানও করা হইত।

নিয়োগ যে স্বামীর বংশরক্ষা করিবার জন্যই, এমন নয়; প্রধানতঃ উহা নারীর সন্তানাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য। ইহা বুঝা যায় "স্ত্রিয়া প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা" অর্থাৎ "স্ত্রী তাহার ঈপ্সিত প্রজা বা সন্তান পাইবে" মনু ৯।৫৯ শ্লোকান্তর্গত এই কথাগুলি হইতে। বসিষ্ঠসংহিতার নির্দেশ "পিতা ভ্রাতা বা নিয়োগং কারয়েৎ" ( বসিষ্ঠ ১৭শ অধ্যায় ), অর্থাৎ "নারীর পিতা বা ভ্রাতা তাহার নিয়োগ করিবে" এই উক্তি হইতেও বুঝা

যায় যে নিয়োগে স্বামীর পরিবারের কাহারও সম্মতির প্রয়োজন নাই, স্বামীর বংশে বাতি দিবার ব্যবস্থা করাবও দরকার নাই।

## নিয়োগ ও দত্তকগ্রহণ

সে যুগে নিয়োগপ্রথা এরূপ সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল যে, তাহা হইতে মনে হয় সে সময়ে দত্তকপুত্রগ্রহণের রীতি ছিল না, অন্ততঃ দত্তকপুত্রগ্রহণের যে তাৎপর্য আমরা বর্তমানে বুঝি সে তাৎপর্য ছিল না। বাস্তবিক, দত্তকপুত্র গ্রহণের অথবা তৎসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানের উল্লেখমাত্র কোনও গৃহ্যসূত্রে নাই। মহাভারতে বিভিন্ন প্রকারের পুত্রের তালিকা দিতে গিয়া অবশ্য দত্তক পুত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাকে অতি নিম্ন স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়—

ইমে বৈ বন্ধুদায়াদাঃ ষট্‌পুত্রা ধর্মদর্শনে।
ষড়েবাবন্ধুদায়াদাঃ পুত্রাস্তান্ শৃণু মে পৃথে॥
স্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ যঃ সুতঃ।
পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ স্বৈরিণ্যাং যশ্চ জায়তে॥
দত্তঃ ক্রীতঃ কৃত্রিমশ্চ উপগচ্ছেৎ স্বয়ং চ যঃ।
সহোঢ়ো জ্ঞাতিরেতাশ্চ হীনযোনিধৃতশ্চ যঃ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১২০।৩২-৩৪)

—স্বয়ংজাত (নিজ ঔরসে নিজ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান), প্রণীত (ক্ষেত্রজ—নিয়োগ অনুসারে পরপুরুষের ঔরসে নিজ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান), পরিক্রীত (এক বিশেষ প্রকারের ক্ষেত্রজ—পরপুরুষ ধন সম্পত্তি পাইয়া নিয়োগে সম্মত হইলে সেই পরপুরুষের ঔরসে নিজ

স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ), পৌনর্ভব ( যে স্ত্রীলোকের পূর্বে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে নিজ ঔরসে জাত সন্তান ), কানীন ( নিজ স্ত্রীর কন্যাকালে জাত সন্তান ), স্বৈরিণীপুত্র. ( স্ত্রী বিনা নিয়োগে পরপুরুষের সহিত সহবাসে সন্তান উৎপন্ন করিলে সেই সন্তান ), এই ছয় প্রকারের পুত্র বন্ধু ও দায়াদ অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, এবং দত্ত প্রভৃতি ছয় প্রকারের পুত্র বন্ধুও নয় দায়াদও নয়।

বর্তমান মনুতে দ্বাদশ প্রকারের পুত্রের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে দত্ত পুত্রকে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে সে দায়াদ—

পুত্রান্ দ্বাদশ যান্ আহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্ বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥

( মনু ৯।১৫৮-১৬০ )

এই তালিকায় দত্ত পুত্রকে ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রের পরেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মতে, এই শ্লোক কয়টি প্রক্ষিপ্ত। এরূপ মনে করার কয়েকটি কারণ আছে। যদি দত্ত পুত্র মনুর ( অতএব মহাভারতের ) যুগে উত্তরাধিকারী হইত, তাহা হইলে সত্যবতী বিচিত্রবীর্যের বিধবাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্বোক্তরূপে ব্যস্ত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, দত্ত পুত্র গ্রহণ বিষয়ে কোনও বিধি মনুতে নাই। এ বিষয়ে. বসিষ্ঠসংহিতার সহিত মনুর তুলনা করিলে পার্থক্য

বুঝা যায়। বসিষ্ঠে ( ১৫শ অধ্যায় ) দত্ত পুত্র গ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র আছে, মনুতে সে জাতীয় কোনও নির্দেশ নাই। তদুপরি, শৌদ্র অর্থাৎ শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে না বন্ধু না দায়াদ বলা হইতেও অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। শ্লোকটির রচনাকাল সেই যুগে যে যুগে শূদ্রাবিবাহ নিন্দিত হইয়া উঠে। নারদস্মৃতির সহিত তুলনা করিলেও আলোচ্য শ্লোকগুলির অর্বাচীনত্ব উপলব্ধি করা যায়। নারদ বলিতেছেন—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব পুত্রিকাপুত্র এব চ।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ গূঢ়োৎপন্নস্তথৈব চ ॥
পৌনর্ভবোঽপবিদ্ধশ্চ লব্ধঃ ক্রীতঃ কৃতস্তথা।
স্বয়ঞ্চোপগতঃ পুত্রাঃ দ্বাদশৈত উদাহৃতাঃ ॥
এষাং ষড়্ বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।
পূর্বঃ পূর্বঃ স্মৃতঃ শ্রেয়াঞ্জঘন্যো যো য উত্তরঃ ॥

( নারদ ১৩শ ব্যবহারপদ, ৪৫-৪৭ শ্লোক )*

এই তালিকায় 'দত্ত' কথাটির উল্লেখ নাই, এবং 'কৃত' অর্থে যদি দত্ত মনে করা যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ পুত্রের স্থান প্রায় নিম্নতম ( দ্বাদশের মধ্যে একাদশ ) এবং সে বন্ধুও নহে উত্তরাধিকারীও নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের তালিকায় দত্ত পুত্র সপ্তম স্থানে।

আমাদের মতে, নিয়োগ প্রথা ও দত্তকগ্রহণ প্রথা কতকটা প্রতিযোগী, এবং যে কালে নিয়োগ প্রথা নিন্দিত হইয়া উঠে সেই কালে দত্তকগ্রহণের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়।

ঠিক কোন্ যুগে বা কি কারণে নিয়োগ প্রথা নিন্দিত হইয়া উঠে

* Jolly's edition.

ইহা স্থিরভাবে বলা দুঃসাধ্য। মনুর বর্তমান সংস্করণে এই নিন্দাবাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তি ॥

( মনু ৫।১৬১ )

অর্থাৎ, "যে নারী সন্তানলোভে স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ইহলোকে নিন্দিত হয় ও পতিলোক প্রাপ্ত হয় না;

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ( মনু ৫।১৬২ )

অর্থাৎ, "স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান সন্তান নয়;"

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্ ॥

( মনু ৯।৬৪ )

অর্থাৎ "দ্বিজগণ বিধবাকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবে না; এরূপ করিলে সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন করা হয়";

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ

( মনু ৯।৬৫ )

অর্থাৎ "বিবাহমন্ত্রে নিয়োগের উল্লেখ নাই";

ইত্যাদি। স্পষ্টতঃই এই শ্লোকগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে প্রক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ এগুলি দুই বিভিন্ন সময়ে দুই ভাগে প্রক্ষিপ্ত হয়। নিন্দাবাদের প্রথম সূচনা দেখা যায় নিয়োগের প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিবার চেষ্টায়—৯।৬০,৬১ শ্লোক এই জাতীয়—বিধবা নিয়োগের সাহায্যে মাত্র একটি বা দুইটি পুত্র লাভ করিতে পারিবে। তবে, ইহা লক্ষণীয় যে মনুর শেষ অর্থাৎ বর্তমান সংস্করণ প্রথম প্রকাশের সময়েও

সধবা নারীর নিয়োগ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, বহুকালাবধি প্রকাশ্য নিয়োগ যে অপ্রচলিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

## বহুবিবাহ

সেকালে পুরুষের বা নারীর একাধিক বিবাহ ধর্মসম্মত ছিল। পুরুষ এক স্ত্রী বর্তমানে কি অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে, তাহা মনু ৯।৮০-৮২ শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে—স্ত্রী মদ্যপানাসক্তা প্রতিকূলা রোগিণী হিংস্রা ধনক্ষয়কারিণী বন্ধ্যা মৃতবৎসা কন্যাপ্রসবিনী; বা অপ্রিয়বাদিনী হইলে। এই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণের স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিলাতি আইনে এ অবস্থায় কোনই প্রতিকার নাই, কারণ, এক স্ত্রীকে divorce না করিয়া, প্রকাশ্যভাবে আদালত সাহায্যে divorce করার গণ্ডগোল ও লজ্জার মধ্যে না গিয়া, অন্য স্ত্রী গ্রহণের উপায় নাই। মনুর বিধিতে divorceএর প্রয়োজন হয় না, সকল দিক্ রক্ষা হয়। One man one wife, "এক স্বামীর এক স্ত্রী" সূত্র কার্যকালে অসুবিধার সৃষ্টি করে জানিয়াই আর্যরা ভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

একযোগে একাধিক পতি উপভোগ করা নারীর পক্ষে ধর্মসম্মত কি না, এ সম্পর্কে মনুতে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নাই। তবে, মনুর পরবর্তিকালে রচিত মহাভারতে ইহার নজির আছে সুতরাং মনুর প্রথম সংস্করণে এ বিষয়ে বিধি থাকা অসম্ভব নয়। মহাভারতে কেবল যে দ্রৌপদী পঞ্চ পতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই নহে, যুধিষ্ঠিরের উক্তিও আছে—

শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীন্ অধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা॥

তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূৎ দশ ভ্রাতৃন্ একনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥
( আদিপর্ব, ১৯৬।১৪-১৫ )

অর্থাৎ, "শোনা যায়, প্রাচীনকালে ধর্মপরায়ণা জটিলার সপ্ত পতি ছিল, এবং মুনিকন্যা বার্ক্ষীর প্রচেতাঃ নামে দশ পতি ছিল।" এখনও দাক্ষিণাত্যে কোনও কোনও স্থানে একযোগে একাধিক পতি থাকার প্রথা আছে—op. cit. by Dr. G. Banerjee, pp. 247-250.

## পত্যন্তর গ্রহণ

একযোগে একাধিক পতি থাকা বিষয়ে মনুতে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও, এক পতি জীবিত থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণ ও পতি অবর্তমানে পুনর্বিবাহ সম্পর্কে বিধি আছে। পতি জীবিত থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা মনু ৯।৭৬ শ্লোক হইতে বুঝা যায়—

প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্ যশোঽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥

অর্থাৎ "স্বামী ধর্মকার্যের জন্য দূরে গমন করিলে স্ত্রী তাহার জন্য আট বৎসর অপেক্ষা করিবে, বিদ্যার জন্য গমন করিলে ছয় বৎসর, এবং যশোলাভ বা কাম্যবস্তু লাভের জন্য গমন করিলে তিন বৎসর।" অপেক্ষা করার পরে স্ত্রী কি করিবে সে বিষয়ে বর্তমান সংস্করণের মনু নীরব। শ্লোকটির একমাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে, অপেক্ষা করার পরে স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। মনুর প্রথম সংস্করণে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, কিন্তু সে শ্লোকটি পরবর্তী যুগে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা যদি নারদস্মৃতির বা বসিষ্ঠস্মৃতির বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের

সহিত মনুর শ্লোক মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। নারদ বলেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ৯৭
অষ্টৌ বর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ৯৮
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥ ৯৯
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ॥ ১০০

( নারদ* ১২শ ব্যবহারপদ ৯৭-১০০তম শ্লোক )

ইহার মধ্যে মুখ্য শ্লোক, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে," ৯৭নং শ্লোকটি। ইহার অর্থ, "স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, ক্লীব বা পতিত হয় অথবা প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে, এই পাঁচটি আপৎ ঘটিলে, নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।" এই উক্তির মধ্যে একটি বিষয়ে ফাঁক থাকিয়া যায়। মৃত হওয়া, ক্লীব হওয়া, পতিত হওয়া বা সন্ন্যাসী হওয়া—এগুলি প্রত্যক্ষ বুঝা যায়। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট হওয়া অনুমানসাপেক্ষ; কতদিন সংবাদ পাওয়া না গেলে নিরুদ্দিষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগে। সেই প্রশ্নের উত্তর ৯৮ হইতে ১০০তম শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ৯৮তম শ্লোকে বলা হইল, স্বামী দূরে গেলে ব্রাহ্মণী পত্নী আট বৎসর অপেক্ষা করিবে, অপ্রসূতা ( সন্তানহীনা ) হইলে চারি

* Jolly's edition.

বৎসর অপেক্ষা করিবে, তাহার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করিবে। ৯৯তম শ্লোকে বলা হইল, পূর্বোক্ত অবস্থায় প্রসূতা ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর ও অপ্রসূতা তিন বৎসর, প্রসূতা বৈশ্যা চারি বৎসর ও অপ্রসূতা বৈশ্যা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। ১০০তম শ্লোকে বলা হইল, স্বামী জীবিত আছে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গেলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ দ্বিগুণ অপেক্ষা করিতে হইবে এবং শূদ্রার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ৯৮ হইতে ১০০তম শ্লোকে যে অপেক্ষা করার কথা হইল তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় ৯৭তম শ্লোক হইতে—৯৭তম শ্লোকে বলা হইল স্বামী নষ্ট অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইলে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং ৯৮ হইতে ১০০তম শ্লোকে এই নিরুদ্দিষ্ট অবস্থাটির স্পষ্টতর রূপ দেওয়া হইল, স্ত্রীকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলা হইল। এই অপেক্ষা কবার অর্থ, অপেক্ষা করার পর পত্যন্তর গ্রহণ। মনুর বর্তমান সংস্করণে এই অপেক্ষা করা সম্পর্কে শ্লোকটি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিতে হইবে সেই মুখ্য শ্লোকটি বাদ দেওয়া হইয়াছে, "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোকটি ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে। নারদস্মৃতির অনুরূপ ভাবের উক্তিপরম্পরা বসিষ্ঠস্মৃতির ১৭শ অধ্যায়ে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ৩।২ ও ৩।৪তে* আছে। পরাশরসংহিতায় "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোকটি অবিকল আছে। এ অবস্থায় আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোকটি মনুর প্রথম সংস্করণে ছিল।

পতি নিরুদ্দিষ্ট হইলে নারীর পত্যন্তর গ্রহণের সম্ভাবনা মহাভারতে নল-দময়ন্তীর কাহিনী হইতে বুঝা যায়—"সূর্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্তারং

---

* নীচত্বং পরদেশং বা প্রস্থিতো রাজকিল্বিষী।
প্রাণাভিহন্তা পতিস্ত্যাজ্যঃ ক্লীবোঽপি বা।—অর্থশাস্ত্র, ৩য় অধিকরণ, ২য় অধ্যায়।

বরয়িষ্যতি, ন হি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা” ( বনপর্ব ৭০।২৬ )। মহা-উন্মার্গ জাতকেও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। স্বামী বনে গেলে স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের সম্ভাবনার কথা বেস্‌সন্তর জাতকে আছে।

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, পত্যন্তর গ্রহণ করিবার জন্য divorce-এর প্রয়োজন নাই। বিলাতি আইনে নারীকে অন্য পতি গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমে বর্তমান পতিকে divorce করিতে হয়। কিন্তু মনুর বিধিতে নারী জলৌকার বা জোঁকের ন্যায় এক পতি হইতে অন্য পতিতে গমন করিতে পারে divorceএর ব্যবস্থা নাই।

## বিধবা বিবাহ

“নষ্টে মৃতে” ইত্যাদি শ্লোকটি মনুব প্রথম সংস্করণে ছিল, এ কথা আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব বিধবা-বিবাহ মনু কর্তৃক সমর্থিত। অবশ্য, বর্তমান মনুতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি আছে ৯।১৭৫ শ্লোকে—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥

—যদি কোনও নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করিয়া সন্তান জন্ম দেয়, তাহা হইলে সেই সন্তানকে পৌনর্ভব বলা হয়। মনু ৯।১৭৬ শ্লোকও লক্ষণীয়। তদ্রূপ পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে মনু ৯।১৯১ শ্লোকে।

বিধবা-বিবাহ যে বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, ইহা এক্ষণে একরূপ সর্বজনস্বীকৃত—ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। রামায়ণে ও মহাভারতেও বিধবা-বিবাহের উল্লেখ আছে। সীতা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

**ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে।**
**লোভোত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্ ॥**

( রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড ৪৫।৬ )

—"হে লক্ষ্মণ, আমার জন্যই তুমি রামের বিনাশ চাহিতেছ; আমার প্রতি লোভবশতঃই তুমি রামের অন্বেষণে যাইতেছ না।" রামের মৃত্যু হইলে লক্ষ্মণ সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্জুন একটি বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন, এবং তাহার গর্ভে ইরাবান্ নামে একটি পুত্র জন্মে, এ কাহিনী মহাভারতে আছে। দেবর-বিবাহের কথা শান্তিপর্বে আছে—পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্—মহাভারত শান্তিপর্ব ৭২।১২। বিধবা-বিবাহের উল্লেখ বৌদ্ধ জাতকেও আছে—যথা, সুসীম জাতক, কুরুধর্ম জাতক, ভূরিদত্ত জাতক।

পরবর্তী কালে বিধবা-বিবাহ প্রথমে নিন্দিত এবং অবশেষে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র যে যুগে লেখা হয়, সে সময়ে বিধবা-বিবাহ নিন্দিত ছিল, কিন্তু নিষিদ্ধ হয় নাই। বাৎস্যায়ন বলেন—"বেশ্যাসু পুনর্ভূষু চ ন শিষ্টো ন প্রতিষিদ্ধঃ সুখার্থত্বাৎ" ( ১।৫।২ ; ৩।২।২১ ও দ্রষ্টব্য )। নিন্দার যুগে সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত হয় মনুতে ৫।১৬২ শ্লোক—

**ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্তোপদিশ্যতে—**

"সাধ্বী নারীর দ্বিতীয় পতি হয় না;" নিষেধের যুগে প্রক্ষিপ্ত হয় মনুতে ৯।৬৫—৬৮ শ্লোক—

**ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ( ৯।৬৫ )**

"বিধবার পুনর্বিবাহের কথা বিবাহবিধিতে নাই," এবং সম্ভবতঃ ৫।১৫৭, ১৫৮ শ্লোক।

## পত্নীত্যাগ

যেথানে পত্নী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে সেখানে পতি যে পত্নী ত্যাগ করিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে মনুতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে—

বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্॥ ( মনু ৯।৭২ )

অর্থাৎ, "যে কন্যা বিগর্হিতা ( নিন্দার যোগ্য ), ব্যাধিগ্রস্তা, দুশ্চরিত্রা, এরূপ কন্যার সহিত যথাবিধি বিবাহ হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে। এবং যে কন্যার সহিত বিবাহ ছলনার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহাকেও ত্যাগ করিবে।"

তদ্রূপ—

অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্ রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ॥ ( মনু ৯।৮৩ )

অর্থাৎ, "অধিবিন্না হইয়া ( স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলে ) যে নারী রোষবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা কুলের সমক্ষে ত্যাগ করিবে।"

পত্নীত্যাগ বিষয়ে ব্যাসস্মৃতি ২।৪৬, পরাশরস্মৃতি ১০।৩১—৩৫, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৭২ ও নারদ স্মৃতি* ১২শ ব্যবহারপদ ৯৩তম শ্লোকও দ্রষ্টব্য। মহাভারতেও এ বিষয়ে উক্তি আছে—

স্ত্রিয়াস্তথাপচারিণ্যা নিষ্কৃতিঃ স্যাদদূষিকা।
অপি সা পূয়তে তেন ন তু ভর্তা প্রদুষ্যতি॥
( শান্তিপর্ব, ৩৪।৩০ )

* Jolly's edition.

অর্থাৎ, "অপচারিণী (অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী) স্ত্রীর নিষ্কৃতি (অর্থাৎ ত্যাগ) দোষের নয়; এ অবস্থায় ত্যাগে স্ত্রীও পবিত্র হয়, স্বামীরও দোষ স্পর্শ হয় না।"

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, মনুর ৯।৪৬ শ্লোক বিবাহবিচ্ছেদবিরোধী।

"If by divorce is meant dissolution of marriage, it is not obtainable even by the husband, for, according to Manu (IX, 46), a wife can never be released from her husband ; and if by the right of divorce is meant the right of either spouse to desert or to live separate from the other, such right * * belongs, under certain circumstances, to the wife as well as to the husband." —op. cit. by Dr. G. Banerjee, p. 184.

"Manu has also declared that a wife cannot be detached from her husband either by sale or by abandonment, implying that the marital tie cannot be severed in any way being inalienable by its very nature. It also follows from the above that the Hindu law does not recognize a divorce meaning thereby the severence of a marriage already completed under the law."—The Principles of Hindu Jurisprudence by Dr. P. N. Sen, (Tagore Law Lectures for 1909), pp. 276-77.

> ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।
> এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্‌প্রজাপতিনির্ম্মিতম্॥ (মনু ৯।৪৬)

অর্থাৎ, "বিক্রয় ও বিসর্গ দ্বারা স্বামী হইতে স্ত্রী বিমুক্ত হয় না। এইরূপ ধর্ম্মই পূর্ব্বে প্রজাপতি নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া জানি।"

এই উক্তির অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে কি উপলক্ষ্যে ইহা বলা

হইয়াছে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিল, পরপুরুষের ঔরসে নিজ স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান সেই পরপুরুষের বিবেচিত হইবে, না, নিজের হইবে। এই উপলক্ষ্যে মনু প্রথমে বলিলেন যে, সন্তানটি পরপুরুষের বিবেচিত হইবে, কারণ, তাহার শুক্রেই জন্ম হইয়াছে। পরে, হঠাৎ ভিন্ন কথা বলা আরম্ভ হইল ; মনু প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন যে, যাহার স্ত্রী বা ক্ষেত্র, সন্তানটি তাহারই। এই প্রসঙ্গে মনু আলোচ্য শ্লোকটি বলিয়াছেন। শ্লোকটি বলিয়া মনু এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভার্যাও যে নিজেও সে, বিক্রয় বা বিসর্গ দ্বারা ভার্যার সহিত সম্পর্ক যায় না, সুতরাং সে পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া যে গর্ভধারণ করে সেই গর্ভজাত সন্তান নিজেরই সন্তান। আমাদের মতে, এই শ্লোকটি সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত ; এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। তদ্ভিন্ন, 'বিসর্গ' শব্দের অর্থ desertion। শ্লোকটির অর্থ, "স্বামী যদি স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া দেয় বা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, তাহা হইলে স্বামি-স্ত্রী বন্ধন ছিন্ন হয় না।" ইহা ঠিকই। কিন্তু এই উক্তি দ্বারা এরূপ বোঝায় না যে, স্বামী স্ত্রীকে divorce বা বর্জন করিতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, ডকটর্ বন্দ্যোপাধ্যায়াদির মত যে কত দূর ভুল, তাহা মনু ৩।১৫৫ শ্লোক হইতেও বুঝা যায়—মনু বলিতেছেন, যাহার ভার্যার উপপতি আছে সেরূপ ব্রাহ্মণ হব্য-কব্য দানে বর্জনীয়। স্পষ্টতঃই এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বর্জন করা কর্তব্য এইরূপ মনুর মত। তদ্রূপ, ৮।৩১৭ শ্লোকে মনু বলিতেছেন, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ তাহার স্বামীতে সংক্রামিত হয়। যমসংহিতাতেও সেই ভাব আছে—

অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে তু বৃষলীপতিম্।
অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥

মহীষীত্যুচ্যতে ভার্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥

( যম ৩৫-৩৬ )

—ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অপরাধ যে ক্ষমা করে, তাহাকে শ্রাদ্ধকার্যে নিমন্ত্রণ করাও নিষিদ্ধ।

তবে, দুষ্টা স্ত্রীকে যে ত্যাগ করিতেই হইবে, এরূপ কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। বর্তমান মনুতে আছে, "রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা" (শুধ্যতে) (মনু ৫।১০৮), "মনোদুষ্টা স্ত্রী ঋতু হইলেই শুদ্ধ হইয়া যায়।" সম্ভবতঃ "মনোদুষ্টা" কথাটি আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ত, পূর্বে ছিল, "রজসা স্ত্রী শুধ্যতে।" এই ভাবেই আছে বসিষ্ঠে—"রজসা শুধ্যতে নারী" (বসিষ্ঠ ৩য় অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্যে—"ব্যভিচারাদ্ ঋতৌ শুদ্ধিঃ" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৭২)—ব্যভিচারের ফলে গর্ভ না হইলে ব্যভিচারের পরেও স্ত্রীকে ত্যাগ না করা চলিত। পরাশরের "যথা ভূমিস্তথা নারী তস্মাৎ তাং ন তু দূষয়েৎ" (১০।২৪), অত্রির "ন স্ত্রী দুষ্যতে জারেণ" (১৮৯), ইত্যাদি উক্তিও এই উপলক্ষ্যে লক্ষণীয়।* তথাপি, এক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ না করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই হইবে—এবিষয়ে মনু ১১।১৭৭-১৭৮ শ্লোকদ্বয়ে উল্লেখ আছে।

* পুরাণে এই জাতীয় উক্তি আছে বলাৎকারোপভুক্তা নারী সম্পর্কে, নারীর সম্মতি থাকিলে নয়—অর্থাৎ যেখানে rape হইয়াছে, adultery নয়, কেবল সেখানেই স্ত্রী ত্যাজ্যা নয়—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ডে পূর্বার্ধ ৪০।৪৭-৪৮। তদ্রূপ দেবলস্মৃতিতে (৩৬-৫২) ম্লেচ্ছভুক্তা নারী সম্পর্কে।

## বিবাহ অস্বীকার

কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহ অস্বীকার বা disown করা চলে, মনু তাহার নির্দেশ দিয়াছেন—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিন্ নৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ৮।২২৬
যস্মিন্ যস্মিন্ কৃতে কার্যে যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
তমনেন বিধানেন ধর্ম্যে পথি নিবেশয়েৎ॥ ৮।২২৮
যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।*
তস্য তদ্ বিতথং কুর্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥ ৯।৭৩

—পাণিগ্রহণের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় নারীটি অক্ষতযোনি কন্যা এই ভিত্তির উপরে ; সুতরাং কেহ যদি বরকে না জানাইয়া প্রতারণা করিয়া ক্ষতযোনি কন্যার বিবাহ দেয়, সে বিবাহ অস্বীকার বা নাকচ করা চলে।

## স্ত্রী প্রতিপালন

কোনও কোনও পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অসতী নারী কোনওরূপে বাঁচিয়া থাকার মতো ভরণ-পোষণ পাইতে পারে—

"A wife deserted by her husband is still entitled to some maintenance, even when the cause of desertion is her infidelity to the marriage-bed. But in this last-mentioned case, her maintenance is limited to what has been called *starving maintenance*, being mere food

* কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

and raiment, and is allowed only when she ceases to live in adultery."—op. cit. by Dr. G. Banerjee, p. 195. Cf also op. cit. by Dr. P. N. Sen, p. 277.

এই উক্তির সমর্থন মনুতে নাই, কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে নাই। মনু বলেন—

দেবদত্তাং পতির্ভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।*
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্॥

( মনু ৯।৯৫ )

—কেবল সাধ্বী পত্নীই পালনীয়া।

মনু ১১।১৭৭-১৭৮ শ্লোকে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে আবদ্ধ করিয়া রাখার ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে, তাহাব সহিত পত্নীত্যাগ-ক্ষমতার বা ভরণ-পোষণ না দেওয়ার অধিকাবের সম্পর্ক নাই। ১১শ অধ্যায়ে বহু অন্যায়েরই প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই সব অন্যায় দণ্ডনীয় নয়, এরূপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কৌটসাক্ষ্য ( মিথ্যা সাক্ষ্য ) দিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (মনু ১১।৫৭); কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দণ্ডের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না, উহার দণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে মনুব অষ্টম অধ্যায়ে।

## যাহার শুক্র তাহার পুত্র, না, যাহার ক্ষেত্র তাহার পুত্র

মনুর বিবাহ-বিধির শেষ লক্ষণীয় বস্তু এই যে, উহাতে বিলাতি আইনের legitimacy এই কথাটির ভাবদ্যোতক কোনও কথা নাই।

* বিন্দেতানিচ্ছয়াত্মনঃ ইতি পাঠান্তরম্। Jolly's edition.

তৎপরিবর্তে উহাতে অপর একটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে—সধবা নারীর গর্ভজাত সন্তান কাহার পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, নারীটির স্বামীর অথবা যে পুরুষের ঔরসে জন্ম হইল তাহার। এ আলোচনা আছে মনুর ৯ম অধ্যায়ে ৩১তম শ্লোক হইতে ৫৫তম শ্লোক পর্যন্ত। যে ক্ষেত্রে সন্তান স্বামীর ঔরসজাত না হইত, সে সন্তানটির পিতা কাহাকে বলা হইবে, এই বিষয় লইয়া বিতর্ক ছিল; যে সন্তান স্বামীর ঔরসজাত নয় সে illegitimate, এরূপ কোনও ধারণাই ছিল না।

ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু ভর্ত্তরি।
আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ ॥

( মনু ৯।৩২ )

—"পুত্র ভর্তার এই কথা বলা হয়, কিন্তু ভর্তা কথাটির তাৎপর্য লইয়া মতদ্বৈধ। কেহ বলেন, ভর্তা অর্থে উৎপাদক জনক, অপরে বলেন, ক্ষেত্রাধিকারী অর্থাৎ স্বামী।" এই মতদ্বৈধের সমাধানে মনু বলিলেন, "ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্" ( মনু ৯।৩৩ ), "নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বীজ," যেরূপ বীজ সেইরূপই ফল হয়, "উপ্যতে যদ্ধি যদ্ বীজং, তৎ তদেব প্ররোহতি" (মনু ৯।৪০) "বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে" ( মনু ৯।৩৫ ), "বীজ ও যোনির মধ্যে বীজই প্রবল," অতএব—। ৪১ তম শ্লোকে "তৎ" "অতএব" বলিয়াই মনু সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতে সুরু করিলেন। মনে হয়, প্রথম সংস্করণে মনুর মত ছিল, যাহার শুক্র তাহার পুত্র; তবে, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এ বিষয়ে গৌতমের মত সুষ্ঠু—

জনয়িতুরপত্যম্ সময়াদন্যত্র জীবতস্য ক্ষেত্রে পরস্মাৎ তস্য দ্বয়োর্বা রক্ষণাদ্ ভর্ত্তুরেব—গৌতম ১৮শ অধ্যায়

—জনয়িতারই অপত্য, যাহার শুক্র তাহারই পুত্র; তবে, এ বিষয়ে ভিন্ন চুক্তি থাকিলে ভিন্নরূপ হইবে। স্বামী জীবিত থাকিলে, সন্তানটি জনয়িতার ও স্বামীর উভয়েরই হইবে; কিন্তু উহাদিগের মধ্যে একজন যদি ভরণ-পোষণ না করে অপর জন করে, তাহা হইলে যে ভরণ-পোষণ করে সন্তান তাহারই হইবে।

চুক্তি অনুযায়ী পিতৃত্ব হইবে, এ ভাবটি মনু ৯।৫৩ শ্লোকেও আছে।

## দণ্ড

বিবাহবিষয়ক অপরাধে দণ্ডের ব্যবস্থা মনুতে আছে। একটি কন্যা দেখাইয়া অন্য কন্যার সহিত বিবাহ দিলে, বর পূর্বোক্ত কন্যাকেও বিবাহ করিতে অধিকারী; তাহার জন্য ভিন্ন শুল্ক দিতে হয় না—মনু ৮।২০৪। উন্মত্তা, কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, এবং যাহার পুরুষসংসর্গ ঘটিয়াছে, এরূপ কন্যার এ সকল দোষ বিবাহের পূর্বে না বলিয়া বিবাহ দিলে বিবাহদাতা দণ্ডনীয়—মনু ৮।২০৫, ২২৪; এ ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রীকে ত্যাগ করাও যায়, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—মনু ৯।৭৩। পরদারের সহিত সঙ্গম করিলে পুরুষ দণ্ড্য—মনু ৮।৩৫২। মনুর প্রথম সংস্করণে এ অবস্থায় নারী দণ্ড্যা ছিল মনে হয় না। বর্তমান মনুতে নারীর দণ্ডের কথাও আছে ৮।৩৭১ শ্লোকে, কিন্তু ইহার পরবর্তী (৩৭২তম) শ্লোকে পুনরায় পুরুষকে দণ্ড দানের কথা রহিয়াছে, এবং সে দণ্ড ৮।৩৫২তম শ্লোকের দণ্ড অপেক্ষা ক্রূরতর। সুতরাং মনে হয়, ৩৭১তম ও ৩৭২তম শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

সঙ্গম ভিন্ন অন্য অবাঞ্ছিত আচরণ পরদারের সহিত করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, এবং অপরাধীর জাতিভেদে দণ্ডভেদ

নির্দিষ্ট হইয়াছে—মনু ৮।৩৫৪-৩৬৩, ৩৬৭,৩৭৪-৩৮৫। ইহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত মনে হয়; তবে, ঠিক কতদূর প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

একবার দণ্ডিত হইয়া দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে দ্বিগুণ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে—মনু ৮।৩৭৩।

নিষিদ্ধ হইয়াও যে স্ত্রী উৎসবে মদ্যপান করে বা নৃত্যগীতস্থানে গমন করে, সে দণ্ড পাইবে—মনু ৯।৮৪।

মনুতে দণ্ড সাধারণতঃ দুই প্রকারের—অর্থদণ্ড ও কায়িক দণ্ড (প্রাণ দণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি)। মনুর প্রথম সংস্করণে সম্ভবতঃ কোনও অপরাধেই কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না; ৮।৩১০,৩৭৫, ৯।২৮৮ শ্লোক সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মনুর কালে বিবাহ সম্পর্কে কতকটা অপরিচ্ছিন্ন fluid ভাব ছিল। সম্পূর্ণ অনাবৃতা থাকিবার অধিকার সাধারণতঃ নারীদিগের ছিল না; এ অধিকার ছিল মনুর কিছু পূর্ববর্তী কালে, মনে হয়। একযোগে একাধিক পতি থাকার রীতিও সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং অবস্থা বিশেষে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত, divorce proceeding নিষ্প্রয়োজন ছিল। স্বামীও divorce proceeding না করিয়া বিচারালয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে পত্নীত্যাগ করিতে পারিত।

বিবাহ অনুষ্ঠানটি কতকটা চুক্তির ভাবের হইত। বর কন্যার হাত ধরিয়া বলিত, "এস, আমরা সুখে জীবন যাপন করি।" জীবনযাত্রার প্রতীক হিসাবে তাহারা সাত পা একযোগে হাঁটিত। ইহাই বিবাহানুষ্ঠান। কন্যার অভিভাবকের সম্মতি লইয়াই সাধারণতঃ বিবাহ

হইত। কিন্তু এ সম্মতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল না; কন্যার সম্মতি থাকিলেই চলিত—বিবাহে নারীর স্বাধীনতা ছিল; এরূপ ক্ষেত্রে যুবক যুবতীটির হস্তধারণ করিলেই বিবাহ হইয়া যাইত, মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করারও প্রয়োজন ছিল না। কন্যা বা তাহার অভিভাবকের সম্মতি না লইয়াও বলপ্রয়োগে বা অসদুপায়ে কন্যা দখল করিতে পারিলে সেই দখলকেও বিবাহ গণ্য করা হইত। বর্তমান কালে যাহাকে সম্প্রদান বলা হয়, মনুর কালে সে জাতীয় কোনও অনুষ্ঠান ছিল না। শালগ্রাম শিলা বা ঐশী শক্তির কোনও প্রতীকের প্রয়োজন ছিল না। বিবাহ নর-নারীর যৌবন কালেই হইত।

বিবাহ সম্পর্কে সূক্ষ্ম ভাব না থাকায় মনুর কালে প্রধান প্রশ্ন ছিল সন্তানের legitimacy লইয়া নয়—legitimacy-ব্যঞ্জক কোনও শব্দই মনুতে নাই—প্রশ্ন ছিল সন্তানটি কাহার বিবেচিত হইবে, যাহার ঔরসে জন্ম অথবা যাহার স্ত্রীর গর্ভে জন্ম।

প্রাচীনকালে আর্যগণ বিবাহ প্রথাটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টি লইয়া দেখিতেন। বিবাহ ইহলোকের অনুষ্ঠান, সুখে জীবনযাত্রা করিবার উপায়—এই বোধেই তাঁহারা বিবাহসংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাস্তববাদী ছিলেন বলিয়াই মনু স্ত্রীপুংধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সূচনাতেই বলিলেন—"নরনারীর সংযোগ ও বিপ্রয়োগের কথা বলিতে যাইতেছি"—

পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্যে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রযোগে চ ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥

( মনু ৯।১ )

—নর নারীর মধ্যে প্রেম বা ঘৃণার প্রভাবে সংযোগ বা বিবাহ এবং বিপ্রযোগ বা বিচ্ছেদ দুইই ঘটিয়া থাকে এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া,

একপক্ষ বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কিরূপ প্রতিকার পাইবে তাহার বর্ণনা করিলেন।

## বিচারপদ্ধতি

এই উপলক্ষ্যে—আলোচনাটির উপসংহার রূপে—প্রাচীনকালের বিচারপদ্ধতির সহিত বর্তমান কালের বিচারপদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ পার্থক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান যুগে কোর্ট্-ফি দিয়া মামলা রুজু করিতে হয়, যে নালিশ করিতেছে তাহাকে প্রথমেই খরচ করিতে হয়, রাজসরকারে অর্থ দিতে হয়। এ ব্যবস্থা প্রতিকারপ্রার্থীর পথে গুরুতর অন্তরায়। খরচের ভয়ে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত ব্যক্তি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। প্রাচীনকালে ঐ পদ্ধতি ছিল না, বাদীকে কোনও কোর্ট্-ফি দিতে হইত না। বিচারের ফলে যে দোষী সাব্যস্ত হইত, সে বাদীই হউক বা বিবাদীই হউক, রাজা তাহার নিকট দণ্ড আদায় করিতেন। প্রাচীন দণ্ডনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থদণ্ড।

প্রাচীন দণ্ডনীতির অপর বৈশিষ্ট্য ছিল সরলতা। সে যুগে উকিলের মধ্যস্থতা ছিল না, পক্ষরা নিজেরা নিজেদের বক্তব্য বলিত ও সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিত। এজন্য খরচ কম হইত। বর্তমান পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে টাকা যা'র জয় তা'র, selling justice to the highest bidder, হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে সে সম্ভাবনা অল্প ছিল।

## সনাতন ধর্ম

মনু যে অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদের কথা বলিয়াছেন (মনু ৮।৩-৭), তাহাদিগের অন্যতম স্ত্রীপুংধর্মের অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষসংক্রান্ত

আইনের একটি অংশের—বিবাহ ও বিবাহিত নরনারী সংক্রান্ত আইনের—সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হইল। মনু আর্যদিগের ধর্ম অর্থাৎ আচার নীতি ও আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ। ইহাতে শাশ্বত মানবধর্ম নিবদ্ধ আছে, এই দাবিতেই ইহাকে মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতা বলা হইয়াছে। ইহার বর্তমান সংস্করণে একাধিক সংস্কারকের হাতের ছাপ থাকায় আমরা ইহার প্রথম সংস্করণের কাল নির্ণয় করিয়া সেই কালের আলোকে মূল রূপ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই আলোচনা হইতে আমরা মনুর সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার যে চিত্র পাইয়াছি তাহা বর্তমান সমাজব্যবস্থা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। তৎকালে প্রচলিত কোনও কোনও রীতি আমাদিগের নীতিবোধকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, এ আলোচনার সার্থকতা কি? যাহা নিন্দনীয় বলিয়া চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে চাপা থাকিতে দেওয়াই কি উচিত নয়? এ প্রশ্নের উত্তর দ্বিমুখী হইতে পারে। প্রথমতঃ, সমাজ ব্যবস্থার বর্তমান রূপের তাৎপর্য বা উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে অতীত জানিতে হয়; গাছকে জানিতে হইলে বীজকে জানিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ আলোচনা হইতে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে যে, শাশ্বত সনাতন ধর্ম বলিয়া কিছু নাই, বিভিন্ন যুগে ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাময়িক দৃষ্টিতে ধর্মের প্রাণ উহার ধৈর্যের মধ্যে, কিন্তু দূরদৃষ্টিতে উহার প্রাণ চাঞ্চল্যের মধ্যে। আমরা বুঝিতে পারি যে, অতীতে যেরূপ ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিবে প্রয়োজন অনুসারে; মানুষ ধর্মের জন্য নয়, ধর্মই মানুষের জন্য। অতএব, এ অবস্থায় আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই বলিয়া সুধীগণ বিবেচনা করিবেন, আমরা এই আশা পোষণ করি।

## গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২৷৷০

পরীক্ষিৎ (নাটক) ১৷৷০

অজানিতের ডায়েরী

প্রথমা (কবিতাশতক)

ব্যাধি-বিলাসী

(Moliere প্রণীত
Le Malade Imaginaire নামক
নাটকের বঙ্গানুবাদ)

৩

পথবাসী

গীতি-দীপালি ১৸০